পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

পদক্ষেপ বার্তা

PADAKHEP NEWSLETTER

▪ ২২ তম বর্ষ ▪ ৪৩ তম সংখ্যা ▪ জানুয়ারি – জুন ২০২৪

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. সিদ্দীক, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট

পৃষ্ঠপোষকতায়

নির্বাহী পর্ষদ সদস্যবৃন্দ

মজিবুল হক

এ এইচ এম সাদিকুল হক

প্রফেসর ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন

প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবর রহমান

আনোয়ারা শরমিন

নাহিদ আক্তার

উপদেষ্টা সম্পাদক

মোঃ সালেহ বিন সামস

সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে

ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক

সংকলন ও সম্পাদনায়

শেখ জাহিদ

রাজিব আহমেদ

শেখ সাকিব আহসান

প্রকাশনায়

রিসার্চ, কমিউনিকেশন ও পাবলিকেশন ডিভিশন

পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র-এর সকল কর্মীবৃন্দ

ডিজাইন

অরণী অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড

মুদ্রণ

পদক্ষেপ প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং

এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য খবর

- "টেকসই পদক্ষেপ: অভিজ্ঞতার দর্শনে, তারুণ্যের উদ্যমে একসাথে" শীর্ষক দীর্ঘমেয়াদী স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের উদ্বোধনী কর্মশালা
- 'প্যালেডিয়াম-নিরাপদ স্ট্রিট ফুড মার্কেট' এর শুভ উদ্বোধন
- পদক্ষেপ এর "ষান্মাসিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনে 'পদক্ষেপ'
- রকমারি পিঠার স্বাদে ও গানে গানে 'পদক্ষেপ' এর বসন্তবরণ
- 'পদক্ষেপ' এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা
- 'পদক্ষেপ' এর সম্মানিত নির্বাহী পর্ষদ সদস্যের ময়মনসিংহ জোনের "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কার্যক্রম পরিদর্শন
- 'পিকেএসএফ' প্রতিনিধির 'পদক্ষেপ' এর "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন
- 'পদক্ষেপ' এর "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পের বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম
- 'আইসিবিসি' প্রকল্পের কার্যক্রম
- সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে 'সমৃদ্ধি মেলা' অনুষ্ঠিত
- 'সমৃদ্ধি কর্মসূচির' উদ্যোগে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে দুস্থদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান
- সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা
- 'আইসিভিজিডি' প্রকল্পে সমন্বিত মানব ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক ও এলাকা চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে 'পদক্ষেপ' এর কম্বল বিতরণ
- 'আইপিসিপি' প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ
- জলবায়ু সহনশীল হাওর প্রকল্পের কমিউনিটি গ্রুপের সভা
- কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক খসড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ) এর চূড়ান্তকরণ কর্মশালা
- 'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)' প্রকল্পের কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- 'ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
- 'জিআইজেড' ও 'পিকেএসএফ' প্রতিনিধির প্রকল্পের জামালগঞ্জ লম্বাবাঁক হাটির কার্যক্রম পরিদর্শন ও উঠান বৈঠক
- পার্বত্য মেলায় 'পদক্ষেপ' এর অংশগ্রহণ
- ফেনীতে 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন' প্রোগ্রামে মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত
- 'পদক্ষেপ' 'লিপ' প্রোগ্রামে নতুন পণ্য সংযোজন ও বিক্রয় কার্যক্রম
- ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট হাওর প্রকল্পের CEGIS এর প্রতিনিধি দলের জামালগঞ্জ লম্বাবাঁক হাটির কার্যক্রম পরিদর্শন
- দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
- 'রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম
- 'পদক্ষেপ' এর 'RAISE' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম
- "বড় ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্নে স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আত্মবিশ্বাসী কামরুন নাহার এর জীবন গাঁথা"

লেখা আহ্বান

'পদক্ষেপ বার্তায়' প্রকাশের জন্য পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে কর্মরত যে কেউ সংস্থা সংশ্লিষ্ট সংবাদ, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধির কথা বা শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা পাঠাতে পারেন। মনোনীত লেখাগুলো 'পদক্ষেপ বার্তায়' ছাপা হবে।

সম্পাদকীয়

তারুণ্যের উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অভিজ্ঞতার সমন্বয়: একটি টেকসই ভবিষ্যতের ভিত্তি।

বর্তমান যুগের দ্রুত পরিবর্তন আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের গতিশীল মানসিকতা ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি একীভূত করা অতীব জরুরি। বাংলাদেশ আজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে তরুণ প্রজন্মের চিন্তাভাবনা ও উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ এবং সংগঠনের কাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সামাজিক সচেতনতা এবং স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার মানসিকতা, শিল্প ও চিন্তার নতুন দিগন্ত খুলছে। এমনকি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবে তারা সব সময়ই অগ্রণী ভূমিকায় থেকেছে। তাদের শক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গি সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ভবিষ্যতের সুযোগ গ্রহণের জন্য অপরিহার্য। 'পদক্ষেপ' এই বিবর্তনের ধারার সম্মুখভাগে রয়েছে। তাই তারুণ্যের উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে, জ্ঞান ও উদ্ভাবন একত্রিত করে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

'পদক্ষেপ' এই সমন্বয় সাধনের প্রতি নিবেদিত। তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে 'পদক্ষেপ' এর মাইক্রোজেন সফটওয়্যার। সফটওয়্যারটি তরুণদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারার সাথে অভিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের দক্ষতাকে একত্রিত করে আমরা ডিজিটাল রূপান্তর এবং টেকসই অগ্রগতির পথ দেখিয়েছি। আমাদের উদ্যোগগুলি মানুষকে ক্ষমতায়ন, মূল্যবান বাজার সুযোগগুলির সাথে তাদের সংযুক্তকরণ, এবং সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়নকেই উৎসাহিত করে না, বরং ডিজিটাল অগ্রগতির মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যৎমুখী সমাজ গঠনে আমাদের বৃহত্তর লক্ষ্যকেও সমর্থন করে।

এনজিও হিসাবে 'পদক্ষেপ' এর ভূমিকা প্রথাগত ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং আমাদের নতুন ধারণাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে, নতুন উদ্ভাবনী শক্তির সাথে অভিজ্ঞতার সংমিশ্রনে মসৃন পথ তৈরী করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। সেইসাথে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞতার দর্শনে, তারুণ্যের উদ্যমের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে পারি যা আজকের চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি আগামী দিনের সুযোগগুলোকে কাজে লাগবে।

চলুন, আমরা একটি উদ্ভাবনী এবং টেকসই ভবিষ্যতের প্রতি সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামনে এগিয়ে যাই এবং অভিজ্ঞ ও নতুন প্রজন্মের শক্তি কাজে লাগিয়ে একটি উজ্জ্বল 'পদক্ষেপ' ও দেশ গঠনে অগ্রসর হই।

ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক
পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স)
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ)

“টেকসই পদক্ষেপ: অভিজ্ঞতার দর্শনে, তারুণ্যের উদ্যমে একসাথে” শীর্ষক দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রাটেজিক প্ল্যানের উদ্বোধনী কর্মশালা

দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রকল্প ‘টেকসই পদক্ষেপ’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নাগরিক সমাজের সংস্থা ও নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি; ‘অভিজ্ঞতার দর্শনে, তারুণ্যের উদ্যমে একসাথে’ শিরোনামে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘পদক্ষেপ’ এর টপ লিডারশিপদের নিয়ে প্রায় ৯ মাস ধরে চলা দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রাটেজিক প্ল্যান প্রজেক্টের উদ্বোধনী কর্মশালাটি গত ২২ মে ২০২৪ তারিখ ঢাকার ফোর্টিস ডাউনটাউন রিসোর্টে দিনব্যাপি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন পদক্ষেপ এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. সিদ্দীক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পর্ষদ সদস্য নাহিদ আক্তার, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস, ‘পদক্ষেপ’ এর মাইক্রোফাইন্যান্স এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের যুগ্ম পরিচালকবৃন্দ, উপ-পরিচালকবৃন্দ, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও সহকারী পরিচালকবৃন্দ। এছাড়া অনুষ্ঠানে অনলাইনে যোগ দেন আইসিটি পরিচালক মুহম্মদ আররাফি সিদ্দীক ও মাইক্রোফাইন্যান্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যানালিস্ট অ্যাডভাইজার আয়েশা খানম।

কর্মশালার উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি সংস্থার সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মহোদয় বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ জাতীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘পদক্ষেপ’ দেশব্যাপী সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সাল থেকে কাজ করে আসছে। সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল (সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ ও অর্থায়ন সহযোগিতা) এর আলোকে দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে অভিষ্ট জনগোষ্ঠির মধ্যে সেবা প্রদান করছে ‘পদক্ষেপ’। আর এখন আমরা সকলে মিলে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের সংমিশ্রণে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে একসাথে ‘টেকসই পদক্ষেপ’ গড়ে তুলতে চাই। তিনি বলেন, মাইক্রোফাইন্যান্স এর মূল শক্তি হলো সমিতি বা দল আর সমিতিই হলো এর মূল জামানত। কিন্তু বর্তমানে আমরা ধীরে ধীরে এই সমিতি বা দল কালচার হতে সরে আসছি। যা খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সকলকে সমিতি কালচার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি আমাদের সকলের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেইসাথে সংস্থার চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে দিনব্যাপী উক্ত কর্মশালাকে স্বার্থক করে তুলতে হবে।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রায় ৯ মাসের এই অগ্রযাত্রায় সংস্থার টপ লিডারশিপ টিম পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার উপর গ্রুপ ওয়ার্ক এর মাধ্যমে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়। দলগুলো মূল বিষয়ের উপর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্ম প্রক্রিয়া শেষ করেন। পরে দলীয় উপস্থাপনায় আগামীতে কীভাবে আরো কার্যকরভাবে সংস্থার কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা যায় তার জন্য দলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, সমস্যা ও তার সমাধানের সুপারিশ/মতামতগুলো পোস্টার/ভিপকার্ড এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। নির্বাহী পরিচালক বলেন, আগামী অর্থবছরে প্রয়োজনীয় তহবিল, লোকবল ও কর্মকৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সকলকে 'টেকসই পদক্ষেপ' গড়ে তোলার জন্য বকেয়া নিয়ন্ত্রণ, গ্রোথ ও ঋণস্থিতি ধরে রাখা, দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল অর্জন এবং কর্মী ড্রপ আউট নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দিতে বলেন।

কর্মশালায় পরিচালক মহোদয় বলেন, সকলের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে চিরাচরিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে এসে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যান করার মাল্টিন্যাশনাল জাতীয় চিন্তাভাবনা যে আমাদের উন্নয়ন সেক্টরেও করা যায় তা আমাদের টিম করে দেখাচ্ছে। প্রায় ৯ মাসের এই অগ্রযাত্রায় আজকের এই কর্মশালার মাধ্যমে শুরু হলো দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রকল্প 'টেকসই পদক্ষেপ'। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নাগরিক সমাজের সংস্থা ও নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি; 'অভিজ্ঞতার দর্শনে, তারুণ্যের উদ্যমে একসাথে' এর মূলমন্ত্র ছড়িয়ে দিতে হবে দেশব্যাপী আমাদের প্রায় ৭০০০ টিম মেম্বারদের মধ্যে। যেন আমরা সবাই মিলে একসাথে পদক্ষেপকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং সত্যিকারের একটা মানবিক উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে দেশে এবং বিদেশে পদক্ষেপকে টেকসই হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

গতানুগতিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরিতে পদক্ষেপের শীর্ষ নেতৃত্ববৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি উঠে এসেছে 'মাই সিএফও' প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯ মাস ব্যাপী গবেষণালব্ধ তথ্য ও উপাত্ত। এছাড়া বিভিন্ন উপস্থাপনায় কার্যক্রম বাস্তবায়নে আয়-ব্যয় ও চলমান কার্যক্রমের বাজেট ও অর্জনসমূহ তুলে ধরা হয়। উক্ত সেশনটি পরিচালনা করেন 'মাই সিএফও' এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠাতা পারভেজ সাজ্জাদ এবং তাঁর টিম।

'পদক্ষেপ' দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও সঞ্চয়, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ২৬টি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেবা প্রদান করে আসছে। উক্ত কার্যক্রমগুলোকে গতিশীল ও টেকসই করার লক্ষ্যে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

‘প্যালেডিয়াম-নিরাপদ স্ট্রিট ফুড মার্কেট’ এর শুভ উদ্বোধন

গত ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখ রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার কেরানী পাড়া রোডে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ‘পদক্ষেপ’ এর ‘সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)’ এর ‘প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস’ উপ-প্রকল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য ‘প্যালেডিয়াম-নিরাপদ স্ট্রিটফুড মার্কেট’ স্থাপনের শুভ উদ্বোধন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মোঃ মোস্তাফিজার রহমান (মোস্তফা) মার্কেটের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পিকেএসএফ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, মোঃ ফজলুল কাদের এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক ও উপ-সচিব সৈয়দ ফরহাদ হোসেন, রংপুর চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মোঃ আকবর আলী, রংপুর বিসিক জেলা কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ এহেসানুল হক, ‘পদক্ষেপ’ এর সম্মানিত নির্বাহী পর্ষদ সদস্য নাহিদ আক্তার, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এবং মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা মার্কেট পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা, পরিবেশবান্ধব ও মানসম্মত খাবারের সমন্বয়করণ, মার্কেট ব্যবস্থাপনা, খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া মার্কেটটি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই হিসেবে গড়ে তুলতে প্রকল্প সহায়ক বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলেন বক্তারা। যার মধ্যে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে পরিবেশবান্ধব ক্ষুদ্র প্যাকেজিং কারখানা স্থাপন, খাবার তৈরিতে বারবার ব্যবহৃত একই তেল/পোড়ানো তেল সংগ্রহ করে সাবান তৈরির জন্য কারখানা স্থাপন, পরিবেশগত ও পণ্যমানের সার্টিফিকেট গ্রহণ, পরিবেশগত ক্লাব গঠন এবং নিয়মিত সভা পরিচালনাসহ ইত্যাদি কার্যক্রম রয়েছে। ‘প্যালেডিয়াম- নিরাপদ স্ট্রিটফুড মার্কেট’ ২১টি স্টল রয়েছে যা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে। সেইসাথে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান, ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং মার্কেটগুলোতে পরিবেশের ক্ষতি না করে টেকসই পদ্ধতিতে খাবার তৈরি ও খাবারের মান নিশ্চিতকরণে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে কঠোর পর্যবেক্ষণে রাখার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ‘পদক্ষেপ’ কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশগত ও টেকসই অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ‘প্যালেডিয়াম- নিরাপদ স্ট্রিটফুড মার্কেট’ স্থাপন বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করবে, সেইসাথে রংপুর শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলতে ভূমিকা রাখবে ও রংপুরবাসী একটি সুস্থ্য সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার উপভোগ করতে পারবেন এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে সকলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পদক্ষেপ এর "ষান্মাসিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

'পদক্ষেপ' দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও সঞ্চয়, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ২৬টি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেবা প্রদান করে আসছে। উক্ত কার্যক্রমগুলোকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ঢাকার মহাখালী 'রাওয়া কনভেনশন সেন্টার' এর হেলমেট হলে সংস্থার "ষান্মাসিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ২০২৩-২০২৪" শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে 'পদক্ষেপ' এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. সিদ্দীক সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফসিউল্লাহ্ মহোদয়সহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের যুগ্ম পরিচালকবৃন্দ, উপ-পরিচালকবৃন্দ, সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও সহকারী পরিচালকবৃন্দ এবং প্রজেক্ট, জোনাল, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারগণ। অনুষ্ঠানে সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের প্রায় সাত শতাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুরুতে সকল ভাষা শহীদদের এবং সংস্থার যেসকল কর্মী প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন ও তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। কর্মশালার সূচনা বক্তব্যে পদক্ষেপ এর প্রেসিডেন্ট মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কোভিড এর মতো দুর্যোগেও বাংলাদেশের অর্থনীতি সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে দেশের এনজিও সংস্থাগুলো। এনজিওগুলো মানুষকে শুধু অর্থনৈতিক সাহায্যই প্রদান করছে না, মানুষের সার্বিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। তিনি 'পদক্ষেপ' এনজিও গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে বলেন, সকলের ভাগ্য পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করে ভাল থাকা যায় না। সে সময়ে আমি লক্ষ্য করেছিলাম ব্যাংকের ঋণ গ্রহণের পূর্বে নানাবিধ ডকুমেন্টস সংগ্রহ ও অসংখ্যবার যাতায়াতে বেশ খরচ হতো এবং পরে ব্যাংক যে পরিমাণ ঋণ অনুমোদন দিতো তার অর্ধেক নগদে ও অর্ধেক টাকার ভাউচার প্রদান করতো। আবার বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যেত সুদের হারও অনেক বেশি। এসকল বিড়ম্বনা হতে সাধারণ মানুষকে মুক্তির লক্ষ্যে আমি 'পদক্ষেপ' নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করি। তিনি আরও বলেন, মাইক্রোফাইন্যান্স এর মূল শক্তি হলো সমিতি বা দল আর সমিতিই হলো এর মূল জামানত। কিন্তু বর্তমানে আমরা ধীরে ধীরে এই সমিতি বা দল কালচার হতে সরে আসছি। যা খুবই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তাই সকলকে সমিতি কালচার প্রতিষ্ঠার প্রতি তিনি গুরুত্ব দিতে বলেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের সকলের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেইসাথে সংস্থার চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালাকে স্বার্থক করে

তুলতে হবে।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি 'এমআরএ' এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'পদক্ষেপ' 'এমআরএ' এর তালিকাভুক্ত সেরা দশটি প্রতিষ্ঠানের একটি। তিনি 'পদক্ষেপ' এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রসংশা করে বলেন, করোনা কালে 'পদক্ষেপ' দেশের জনগণকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। আমি সকল শিক্ষার্থী ও পদক্ষেপ এর সকল পর্যায়ের কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। কর্মশালার সূচনা বক্তব্যে সংস্থার নিবাহী পরিচালক মোঃ সালেহ্ বিন সামস বলেন, মাইক্রোক্রেডিট ও বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি 'পদক্ষেপ' বর্তমানে প্রায় ২৬টি প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনি প্রবীন ও শিশুদের নিয়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কাজের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সহায়তায় বিভিন্ন জেলায় দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছি।

এছাড়া উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি, কর্মী কল্যাণ তহবিল, বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং সংস্থাকে ডিজিটালাইজেশন ও স্মার্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক ডিজিটাল ট্রান্সফরম্যাশনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে বলেন, যেভাবে ফিনটেক এর আগমনের ফলে চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবেলা করতে না পারলে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেক্টরে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে যাবে। তাই গতানুগতিক ফান্ডের আশায় না থেকে প্রোগ্রামকে টেকসই করার জন্য বছর শেষে যেন সারপ্লাস বের হয় যাতে আমরা নিজস্ব অর্থায়নে প্রোগ্রামটি চালাতে পারি সে কাজটিই করতে হবে। আমরা বর্তমানে ২৪টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ডেভেলপমেন্ট পার্টনারের অর্থায়নে কাজ করছি যা ১৭টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রত্যেকটাতে পদক্ষেপ কাজ করে যাচ্ছে। আমরা এখনও পর্যন্ত ১৫ বিলিয়ন প্লাস কিউমুলেটিভ ইন্টারভেনশন ফান্ড ডেভেলপমেন্ট করে মানুষের মাঝে বিতরণ করেছি। বর্তমানে আমরা মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রায় ১ মিলিয়নের বেশি মহিলাদের সেবা প্রদান করেছি। মাইক্রোফাইন্যান্স এর চলমান প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের হাইজিন, ফিশারিজ, রেমিটেন্স, লাইভলিহুড এবং রিনিওবল এনার্জি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথিদেরকে ক্রেস্ট এবং সংস্থার সদস্যদের ৬ জন সন্তানকে উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. সিদ্দীক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার অনুরোধ রেখে দুই দিনব্যাপী কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনে 'পদক্ষেপ'

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদান, নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারীর সাফল্য উদযাপন ও নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে দিবসটি পালন করা হয়। নারী দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়- 'নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ'। নারীর অধিকার সুনিশ্চিত করতে বৈষম্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে নারীর সমঅধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশ ও বিশ্বের প্রযুক্তিগত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবারের প্রতিপাদ্যের মূল বিষয়। নারীর উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে এই প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনে 'পদক্ষেপ' এক ভিন্নধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে গত ১২ মার্চ ২০২৪ তারিখে 'পদক্ষেপ' এর প্রধান কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মীবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এক আলোচনা সভা ও আনন্দঘন উৎসবমুখর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পদক্ষেপ এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. সিদ্দীক প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'পদক্ষেপ' এর নির্বাহী পর্ষদের সদস্য আনোয়ারা শরমিন ও নাহিদ আক্তার'সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস, মাইক্রোফাইন্যান্স এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ এর পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক, বিভিন্ন পর্যায়ের উপদেষ্টাবৃন্দ এবং সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সংস্থার সর্বক্ষেত্রে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, 'পদক্ষেপ' নারীদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের ক্ষমতায়নে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়ের সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব মর্যাদা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া নারী-কর্মীদের ক্ষমতায়ন এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অবদান সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন বক্তারা। সেইসাথে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বৈষম্যহীন ও সাম্যের ভিত্তিতে একটি কর্মপরিবেশ তৈরির উপর জোর দেয়া হয়। পাশাপাশি নারী সহকর্মীদের অধিকার সচেতন, স্বনির্ভর, সমৃদ্ধশালী ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার মাধ্যমে নিজ পরিবার, দেশ ও সমাজের উন্নয়নের পথে সদা অগ্রসর থাকার আহ্বান জানানো হয়। সমৃদ্ধির পথে নারীর অগ্রযাত্রা, ডিজিটাল দক্ষতার বিকাশ, কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি নারীরা কীভাবে সকল কাজের ক্ষেত্র জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা যোগান বক্তারা।

'পদক্ষেপ' নারী সহযোগীদের জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের পরিবেশ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নারীর ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে 'পদক্ষেপ' ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ নারী কর্মী দ্বারা ব্রাঞ্চ পরিচালনার মতো ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সংস্থার মাঠ পর্যায়ে নারী কর্মীদের ড্রপ আউটের হার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশা করে বক্তারা বেশ কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সেইসাথে প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর নারীবান্ধব এবং নারী পুরুষের সমতায় টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে উদ্যোগের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রত্যয় ব্যক্ত করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উদযাপনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়।

রকমারি পিঠার স্বাদে ও গানে গানে 'পদক্ষেপ' এর বসন্তবরণ

বসন্তের প্রথম দিনটি 'বাঙালির ভালোবাসার দিন' হিসেবে পরিচিত। কয়েক বছর আগেও পহেলা ফাল্গুন ও পশ্চিমা রীতির ভ্যালেন্টাইন ডে পরপর দুটি দিনে উদযাপন করা হতো। তবে নতুন করে বাংলা বর্ষপঞ্জি সংস্কারের কারণে ২০২০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে একই দিনে উদযাপিত হচ্ছে দিবস দুটি।

বসন্তকে বলা হয় যৌবনের দূত, নবজীবনের প্রতীক। ঋতুরাজ হিসেবে এর খ্যাতি সেই আবহমানকাল থেকেই। শীতে রুক্ষ হয়ে ওঠা মৃতপ্রায় প্রকৃতিকে কোমল করে তোলে বসন্ত, যার প্রভাব পড়ে মানুষের হৃদয়ে। প্রকৃতির রঙিন অভিষেকে মানুষের মনে প্রাণে খুশির হিল্লোল। তেমনই এক উৎসবে রকমারি পিঠার স্বাদে ও গানে গানে বসন্ত বরণ করেছে 'পদক্ষেপ'।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে কারওয়ান বাজারস্থ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের রুফটপে অনুষ্ঠিত হয় অন্যরকম এই আনন্দঘন বসন্ত আয়োজন। ঋতুরাজকে বরণ করতে সকাল থেকেই নারী কর্মীরা বাসন্তী রঙের শাড়ি ও ছেলে কর্মীরা পাঞ্জাবি পরে এসেছিল অফিস প্রাঙ্গণে। আয়োজনের উদ্বোধন করেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. সিদ্দীক। তিনি বলেন, 'পদক্ষেপ' একটি পরিবার আর একসঙ্গে এই উৎসব উদযাপনে পরিবারের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে। তিনি এধরনের ব্যতিক্রমী আয়োজনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সংস্থার নির্বাহী পর্ষদ সদস্য এ এইচ এম সাদিকুল হক, আনোয়ারা শরমিন, নাহিদ আক্তার, নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস, পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক প্রমূখ।

বক্তব্য শেষে কবিতা, একক ও দলীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। একে একে গান ও কবিতায় মাতিয়ে রাখে শিল্পীরা। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি চলছিল পিঠা উৎসব। কর্মব্যস্ত সময়ে শহুরে মানুষের 'শখ' করার সময়টুকু থাকে না। নবান্নের পর জাঁকিয়ে শীত পড়লে পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠা তৈরির আয়োজন করা হয়। তারপর বসন্তের আগমন পর্যন্ত চলে হরেক রকম পিঠা খাওয়ার ধুম। মূলত মাঘ-ফাল্গুন এ দুমাসই জমিয়ে পিঠা খাওয়া হয়। তাই 'পদক্ষেপ' এর প্রধান কার্যালয়ে বিভাগভিত্তিক পিঠা তৈরির প্রতিযোগিতা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের তৈরিকৃত পুলি, পাকন, পাটিশাপটা, চিতই ইত্যাদি হরেকরকম পিঠার সমাহার নিয়ে বসেছিল এ মেলা। মেলায় ৬টি স্টল ছিল। সম্মানিত বিচারকমন্ডলীদের মতামতের ভিত্তিতে ভালো ও মজাদার পিঠা তৈরির জন্য ১টি স্টল/বিভাগকে প্রথম পুরস্কার ৫ হাজার টাকা এবং অন্যান্যদেরকে ৩ হাজার টাকা করে শুভেচ্ছা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মীদের অংশগ্রহণে মুখরিত ছিল এ বসন্ত উৎসব। সেইসাথে সকলে মিলে বসন্তের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ায় বসন্ত উৎসব পরিণত হয়েছিল অন্যরকম এক মিলন মেলায়। এই মিলন মেলা সকলের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও একে অপরের সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

'পদক্ষেপ' এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা

পারস্পরিক সম্প্রীতি আর সহকর্মীদের বন্ধনে, আনন্দ-গান আর উৎসবে উদযাপিত হয়ে গেলো 'পদক্ষেপ' এর বার্ষিক পিকনিক 'Celebrating Togetherness-2024'। কর্ম জীবনে বছরজুড়ে টানা কাজে ক্লান্ত শ্রান্ত একঘেঁয়েমি থেকে পরিত্রাণের জন্য 'পদক্ষেপ' তার কর্মী ও তাদের পরিবারদের নিয়ে এধরনের বনভোজনের আয়োজন করে থাকে। একদিনের আনন্দ উল্লাসের মুহূর্ত্যেই কেটে যায় বছরজুড়ে লেগে থাকা ক্লান্তির ছাপ। ভ্রমণ আনন্দ শেষে নতুন উদ্যমে আবারো শুরু হবে ব্যস্ততা। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ বৃহস্পতিবার দিনব্যাপি ঢাকার সন্নিকটে ফোর্টিস ডাউনটাউন রিসোর্টে এমন একটি আনন্দঘন দিন উপভোগ করে পদক্ষেপ পরিবার।

বনভোজন আয়োজক কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে সকাল সাড়ে ৭টায় ঢাকার কারওয়ান বাজার, আদাবর, মোহাম্মদপুর ও মীরপুর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী ও তাদের পরিবার নিয়ে রওয়ানা হয়ে সকাল ৯ টায় রিসোর্টে পৌঁছায়। নাম রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে শুরু হয় বনভোজন ও মিলনমেলার মূল অনুষ্ঠানিকতা। এছাড়া দিনভর খেলাধুলাসহ বিভিন্ন ইভেন্ট, আনন্দ আড্ডা, সুইমিং, খাওয়া-দাওয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় বনভোজনের আনুষ্ঠানিক অভিযাত্রা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, পদক্ষেপ এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. সিদ্দীক'সহ নির্বাহী পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক, বিভিন্ন বিভাগের অ্যাডভাইজার, যুগ্ম পরিচালক, উপপরিচালক, সিনিয়র ও সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

সকল পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন মজার মজার খেলাধুলাসহ বাচ্চাদের জন্য বিশেষ ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ি চিকিৎসা প্রদানের জন্য চিকিৎসা সরঞ্জম ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা রাখা হয়। সমাপনী বক্তব্য শেষে রাত ৮টায় বনভোজনের সমাপ্তি শেষে সকলে স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসেন।

একঘেঁয়েমি জীবন থেকে মুক্তি পেতে বনভোজনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রোজকার ব্যস্ত জীবন থেকে বছরে অন্তত একটি দিন সবাই মিলে একসাথে আনন্দ করে সময় কাটানো, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির নামই বনভোজন। এধরনের আয়োজনের মাধ্যমে কর্মীদের মাঝে কাজের অভিজ্ঞতার আদান প্রদান ও অভ্যন্তরীন যোগাযোগ সুদৃঢ় হয় যা সুন্দর কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

‘পদক্ষেপ’ এর নির্বাহী পর্ষদ সদস্যের ময়মনসিংহ জোনের “বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি” প্রকল্পের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কার্যক্রম পরিদর্শন

দেশের জনসাধারণের মাঝে WASH সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অনগ্রসর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও মানবসম্পদ উন্নয়নে নিরাপদ পানি ব্যবহার ও পয়ঃনিষ্কাশনসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিকল্প নেই। গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে “বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি” প্রকল্পটি ‘পদক্ষেপ’ দেশের ৭৯টি উপজেলায় ১১৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। গত ২১ মে ২০২৩ তারিখে ‘পদক্ষেপ’ এর নির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সদস্য নাহিদ আক্তার প্রকল্পের ময়মনসিংহ জোনের ভালুকা এরিয়ার ভালুকা ব্রাঞ্চের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ভালুকা ব্রাঞ্চের বাসন্তী ম/স সদস্য মোছাঃ পান্না আক্তার ও পলাশ ম/স সদস্য মোছাঃ সুইটি আক্তার এর বাড়িতে গিয়ে সুলভ টয়লেট সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সদস্যদের কাছে উক্ত সুলভ টয়লেট স্থাপনের সুবিধা ও অসুবিধা এবং প্রকল্পের সহায়তায় কীভাবে সুলভ টয়লেট স্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে জানতে চান। এছাড়া কর্মএলাকার সাধারণ জনগণ টু-পিট টয়লেট সম্পর্কে জানে কিনা ও টু-পিট টয়লেট ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চান এবং বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও এলাকার প্রায় ২৫ জনের বাড়িতে গিয়ে তাদের সাধারণ টয়লেট ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন, এবং ‘পদক্ষেপ’ এর কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন। পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট জোন অফিসে বিভিন্ন কর্মীদের সাথে বিশেষ সভা করেন এবং সদস্য ভর্তি, নিয়মিত আদায় ও বকেয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মতবিনিময় সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। এসময় ‘পদক্ষেপ’ এর প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারি পরিচালক ও রিজিওনাল ম্যানেজার এবং প্রকল্পের ফোকাল পার্সন মোঃ শফিকুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক সাবরিনা নাগেট, সহকারী পরিচালক শেখ সাকিব আহসান, ময়মনসিংহ জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার আব্দুল কাইউম ভূইয়াসহ সংশ্লিষ্ট এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মানুষের নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার ‘পিকেএসএফ’ এর সহযোগিতায় অন্যান্য সহযোগী সংস্থার পাশাপাশি ‘পদক্ষেপ’ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প “বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি” ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে।

'পিকেএসএফ' প্রতিনিধির 'পদক্ষেপ' এর "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার 'পিকেএসএফ' এর মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। পদক্ষেপ'সহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পের আওতায় খানা পর্যায়ে ১.২০ লক্ষ নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং ১০ লক্ষ নিরাপদ টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে 'এসডিজি-৬' অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করছে। প্রকল্পটি 'পদক্ষেপ' দেশের ৭৯টি উপজেলায় তার ১১৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে।

গত ৫ মে ২০২৪ তারিখে ময়মনসিংহ জোনের দাপুনিয়া ব্রাঞ্চে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন 'পিকেএসএফ' এর অডিট বিভাগের এ.জি.এম দিলীপ কুমার লাহিড়ী'সহ ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী পরিচালক ও রিজিওনাল ম্যানেজার মোঃ শফিকুল ইসলাম, ময়মনসিংহ জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার আব্দুল কাইউম ভূইয়াসহ সংশ্লিষ্ট এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ। পরিদর্শকবৃন্দ ব্রাঞ্চের স্টাফদের নিয়ে প্রকল্পের সার্বিক পরিবেশ ও বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। তাঁরা প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, উক্ত ব্রাঞ্চে ১১টি স্যানিটেশন বাস্তবায়ন করেছেন তবে এর পরিমাণ আরও বাড়ানোর দরকার। তাঁরা স্যানিটেশন বিতরণ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

'পদক্ষেপ' এর "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পের বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম

লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পটি 'পদক্ষেপ' দেশের ৭৯টি উপজেলায় তার ১১৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতাভুক্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কর্মএলাকার জনসাধারণের মাঝে WASH সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অনগ্রসর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও মানবসম্পদ উন্নয়নে নিরাপদ পানি ব্যবহার ও পয়ঃনিষ্কাশনসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিকল্প নেই। রোগমুক্ত একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকায় প্রকল্পের মার্চ মাসে ২৫৩টি দুই গর্ত বিশিষ্ট স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট স্থাপন, ২০৭টি নিরাপদ পানি ব্যবহার ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং ৬০টি 'বিসিসি ক্যাম্পেইন' করা হয়েছে। কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নে 'পদক্ষেপ' এর সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারসহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ পর্যন্ত ৩৯১৫টি স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট স্থাপন, ৬০০৩টি নিরাপদ পানি ব্যবহার ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং ৩০০টি 'বিসিসি ক্যাম্পেইন' কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

উক্ত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় বক্তারা বলেন, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ হচ্ছে সুরক্ষিত, তাই সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা জরুরি। এছাড়া 'এসডিজি-৬' অর্জন করতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বা পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য যুগোপযোগী পানি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি পানি, জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্থা বা সরকারি বিভাগগুলোর সমন্বয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার বিষয়ে বলেন বক্তারা।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার 'পিকেএসএফ' এর মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প "বাংলাদেশ রুরাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। পদক্ষেপ'সহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পের আওতায় খানা পর্যায়ে ১.২০ লক্ষ নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং ১০ লক্ষ নিরাপদ টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে 'এসডিজি-৬' অর্জনে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করছে।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় সাত দিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্নের কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের আওতায় ইসিসিডি অফিসার এবং সিসিসি সুপারভাইজারদের নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় সাতদিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩-৯ মে ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রশিক্ষণটির শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রোগ্রাম ম্যানেজার তারিকুল ইসলাম চৌধুরী। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা খলিল আহমেদ, পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক আনিস হোসাইন চৌধুরী প্রমুখ।

উক্ত প্রশিক্ষণটি দুইটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম ধাপে ছিল শিশু যত্ন কেন্দ্র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও পরিচালনা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় ধাপটি ছিল প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা পদ্ধতি। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পরে ইসিসিডি অফিসার এবং সিসিসি সুপারভাইজারগণ পরবর্তীতে যত্নকারী এবং সহকারী যত্নকারী একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন।

প্রশিক্ষণটি পরিচালনা ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেন সিআইপিআরবি এবং ব্রাক-আইইডি। প্রশিক্ষণে দুই জন ইসিসিডি অফিসার এবং ১০ জন সিসিসি সুপারভাইজার অংশগ্রহণ করেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন আইসিবিসি প্রকল্পের নরসিংদীর মনোহরদী এর সমন্বয়কারী। উপস্থিত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। সকলের উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে আরও সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ আয়োজনের সহযোগিতা কামনা করে শেষ করা হয়।

সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন উপজেলায় মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রকল্পের কর্মএলাকার ৪টি জেলার ১০টি উপজেলায় দুটি ধাপে প্রতিটি জেলায় ২০টি ব্যাচের মাধ্যমে ২৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে মৌলিক প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হয়। মৌলিক প্রশিক্ষণগুলো গত ৭-১৩ ও ২৩-৩০ জুন ২০২৪ তারিখে নরসিংদী জেলার মনোহরদী; লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর, কমলনগর ও রামগতি; চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর, উত্তর মতলব ও দক্ষিণ মতলব এবং ভোলা জেলার ভোলা সদর, মনপুরা ও লালমোহন উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগুলো দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। এরমধ্যে প্রথম ধাপে 'শিশু যত্ন কেন্দ্র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও পরিচালনা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি' এবং দ্বিতীয় ধাপটি ছিল 'প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা পদ্ধতি'। প্রশিক্ষণগুলোর মাধ্যমে একজন যত্নকারী কীভাবে 'শিশু যত্ন কেন্দ্র' পরিচালনা করবেন তা হাতে কলমে শেখানো হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পরে যত্নকারী শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও কেন্দ্র পরিচালনার দিকনির্দেশনা কাজে লাগিয়ে শিশুযত্ন কেন্দ্রের যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। শিশুদের মূল চাহিদা যেমন- পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ও শিক্ষা পূরণ করা ও তাদের বেঁচে থাকা ও পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অপর্যাপ্ত শিশু-যত্ন ও অন্যান্য সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে বাংলাদেশের অনেক শিশু তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে না। শিশু সুরক্ষা ও বিকাশের এই প্রকল্পটি একাধিক খাতকে একসাথে সমন্বয়ের অনেক সুযোগ সৃষ্টি করবে, যা সামগ্রিকভাবে শিশু বিকাশের আমূল পরিবর্তন বয়ে আনতে সক্ষম হবে।

প্রশিক্ষণগুলোর শুরুতে স্বাগত বক্তব্য এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রোগ্রাম সমন্বয়কারীরা। প্রশিক্ষণ শেষে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার তারিকুল ইসলাম চৌধুরী ও লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর, কমলনগর ও রামগতি এবং চাঁদপুর জেলার উত্তর মতলব ও দক্ষিণ মতলব উপজেলায় জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ কাউছার আহম্মেদ, ভোলা জেলার ভোলা সদর, মনপুরা ও লালমোহন উপজেলার জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মুহাম্মদ আখতার হোসেন যত্নকারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে তাঁরা যত্নকারীদের সাথে মতবিনিময় ও প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'পদক্ষেপ' এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক আনিস হোসাইন চৌধুরী, সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক এ টি এম আজিমুজ্জামান প্রমুখ। প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন ইসিসিডি অফিসার এবং সিসিসি সুপারভাইজারগণ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে 'সমৃদ্ধি মেলা' অনুষ্ঠিত

'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে 'পদক্ষেপ'। সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে গত ২৯ জুন ২০২৪ তারিখে সুনামগঞ্জে 'সমৃদ্ধি মেলা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জেলার সদর উপজেলার সুরমা ইউনিয়নের বেরীগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিগার সুলতানা কেয়া মেলার উদ্বোধন করেন। এ সময় সুরমা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মাজেদা আক্তার, ইউপি মেম্বার মঙ্গল মিয়া, শিক্ষানুরাগী সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, 'পদক্ষেপ' এর এরিয়া ম্যানেজার ও সিনিয়র ব্যাবস্থাপক বিশ্বজিত দাস, সুরমা ব্রাঞ্চের ম্যানাজার মোঃ বাদল হোসেন, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা (এসডিও) মোঃ জাহিদুল ইসলাম, জাকির হোসেন পাভেল, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সনেট রায় ও দীপংকর মালাকারসহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মেলায় সমৃদ্ধি কর্মসুচির আওতায় একটি করে প্রবীণ স্টল, ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার চেকআপ স্টল, সফল 'আইজিএ' সবজি স্টল, পিঠা এবং কুটির শিল্প স্টল নামে মোট ৫টি স্টল স্থাপন করা হয়। স্টলগুলোতে বিভিন্ন উদ্যোক্তারা তাদের তৈরি পণ্য বিক্রি করার পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন।

এছাড়াও ২৫টি ইভেন্টে ক্রীড়া সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। নবীন প্রবীণের মধ্যে আকর্ষণীয় ফুটবল প্রতিযোগীতায় ৩-২ গোলে জয় লাভ করে প্রবীণ দল। পরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সক্রিয় অবদানের অংশ হিসেবে ৫ ব্যক্তিকে প্রবীণ সম্মাননা, ৪ জনকে শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, একজন যুবককে 'আইজিএ' সদস্য সম্মাননা, একজন নারী উদ্যোক্তাকে বিশেষ উদ্যোক্তা সম্মাননা এবং একজন সফল নারীকে স্বাবলম্বী সঞ্চয়ী সদস্য হিসেবে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ২ জন পঙ্গু বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় ২টি হুইল চেয়ার। উল্লেখ্য, 'সমৃদ্ধি কর্মসূচির' উদ্যোগে ইতোপূর্বে বেশ কয়েকটি এধরণের মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মেলার ফলে প্রকল্প এলাকার মানুষের উন্নয়নে 'পদক্ষেপ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। 'পদক্ষেপ' প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'পিকেএসএফ' এর সহযোগিতায় ২০১০ সাল থেকে সুনামগঞ্জের সুরমা ইউনিয়নে এবং পরবর্তীতে ২০১৯ সাল থেকে মৌলভীবাজারের দাসেরবাজার ইউনিয়নে 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' কর্মসূচিটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে।

'সমৃদ্ধি কর্মসূচির' উদ্যোগে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে দুস্থদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

'পদক্ষেপ' 'সমৃদ্ধি কর্মসূচির' মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের উপস্থিতিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতি মাসে বিনামূল্যে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে স্বাস্থ্য ও চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করে। স্বাস্থ্য প্রতিটি জনগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মার্চ মাসে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সুরমা ও দাসেরবাজার ইউনিয়নে ৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে মোট ৮৫০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ফ্রি ঔষধপত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানগুলোতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এতে সহযোগিতা করেন 'পদক্ষেপ' এর সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ। এসময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এলাকার মানুষ উপকৃত হচ্ছে এবং তাদের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে 'পদক্ষেপ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

সমৃদ্ধি কর্মসুচির উদ্যোগে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়নে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪ এর এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো ‘করবো ভূমি পুনরুদ্ধার, রুখবো মরুময়তা, অর্জন করতে হবে মোদের খরা সহনশীলতা’। অনুষ্ঠানে সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা জাহেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বেরীগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি সিরাজুল ইসলাস সিরাজ, স্কুলের শিক্ষক মোঃ জুয়েল, ইউপি সদস্য মঙ্গল মিয়া, সুরমা ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বাদল হোসেন প্রমূখ। অনুষ্ঠানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশ দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা শেষে বিভিন্ন স্থানে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করা হয়।

প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস একটি বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি যার লক্ষ্য আমাদের পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সকলকে উৎসাহিত করা। এই কর্মসুচির মূল উদ্দেশ্য জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, বন উজাড় এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতির মতো পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ‘পদক্ষেপ’ প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ২০১০ সাল থেকে সুনামগঞ্জের সুরমা ইউনিয়নে এবং পরবর্তীতে ২০১৯ সাল থেকে মৌলভীবাজারে দাসেরবাজার ইউনিয়নে ‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)’ কর্মসূচিটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে।

'আইসিভিজিডি' প্রকল্পে সমন্বিত মানব ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক ও এলাকা চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ

'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি)' প্রকল্পে জানুয়ারি মাসে ২৮টি গ্রুপে ৬৮৮ জন সুবিধাভোগীদেরকে ৪ দিনের সম্বনিত মানব উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একই সাথে ১৩০টি গ্রুপে ৩২২৮ জন সুবিধাভোগীর ৬ দিনের উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

এছাড়া মার্চ ২০২৪ মাসে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর এলাকা চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের ময়মনসিংহ সদর, শেরপুর সদর, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা ও মিঠামইন এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণগুলো প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ গুলো ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ৮৯০০ জন সুবিধাভোগীদের ৩৫৬টি দলে বিভক্ত করে এলাকাভিত্তিক চাহিদার ভিত্তিতে ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ, পোষাক তৈরি, শুটকি তৈরি ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর উপর প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণগুলো মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ পরিদর্শন করেন। এছাড়া লাইভলিহুড ফ্যাসিলিটেটরগণ সুবিধভোগীদের বাড়ি পরিদর্শন ও তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

দুঃস্থ ও অসহায় শীতাত মানুষের মাঝে 'পদক্ষেপ' এর কম্বল বিতরণ

ঋতু পরিক্রমায় ধীরে ধীরে শীতের আগমন ঘটে। প্রতি বছর গরিব অসহায়দের জন্য এক কষ্টের বার্তা নিয়ে আসে এই শীত। বাংলাদেশে শীতের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি টের পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গে এবং বেশি ভোগান্তিতে পড়েন রংপুর বিভাগের খেটে খাওয়া মানুষ। ঠাণ্ডা বাতাসের দাপট আর ঘন কুয়াশা মিলে শীত জেঁকে ধরে এখানকার মানুষদেরকে। শির শির বাতাস আর ঘন কুয়াশায় নাকাল রংপুরের জনজীবন। তাই শীতার্ত অসহায় ও দুস্থ মানুষের উষ্ণতা দিতে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে পাশে দাঁড়িয়েছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'পদক্ষেপ'। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও দেশের বিভিন্ন স্থানে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে 'পদক্ষেপ'। গত ২১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ 'পদক্ষেপ' রংপুর জোনের আওতায় রংপুর জেলার শীতার্ত মানুষের ভোগান্তি নিরসনের জন্য রংপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসানের হাতে ১শ কম্বল প্রদান করে। এসময় রংপুর জোনের জোনাল ম্যানেজার ও সহকারী পরিচালক মোঃ ফখরুল আহমেদ'সহ সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া দর্শণা, লালবাগ ও নাজিরদিগর অঞ্চলের শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোসাম্মৎ নাসিমা জামান ববি, ওয়ার্ড কমিশনার মোঃ জাকারিয়া আলম শিপলু ও মোঃ সামসুল হক'সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। পাশাপাশি গত ২২ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ রংপুর জেলা প্রশাসক ও 'এফএনবি' এর সহযোগিতায় নগরীর হাজেরা বেগম নূরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা মাঠে দুস্থ শীতার্ত মানুষের মাঝে ১৫টিসহ সর্বমোট ২১৫টি কম্বল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হাবিবুল হাসান রুমি ও বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ। অপরদিকে বি-বাড়িয়া জোনের জোনাল ম্যানেজার ও সহকারী পরিচালক মোঃ মোর্শেদুজ্জামান এর তত্ত্বাবধায়নে সুনামগঞ্জের সুরমা ও দাসের বাজার ইউনিয়নে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

'আইপিসিপি' প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ

'পদক্ষেপ' কর্তৃত বাস্তবায়নাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন (আইপিসিপি)' প্রকল্পের আওতায় ৫টি উপজেলায় হাঁস পালন, মাছ ও সবজি চাষ এবং গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এরমধ্যে গত ২৩ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার সোনালীডাঙ্গা খালপাড়ের ৪০ জন উপকারভোগীদের নিয়ে উপজেলা মিলনায়তনে ১টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা প্রকৌশলী জনাব মোঃ আহসান হাবিব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব ইশরাত জাহান, কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, বারবাজার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব জাহাঙ্গীর সিদ্দিক, উপজেলা এলজিইডি'র প্রকৌশলী জনাব আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে ফরিদপুর সদর উপজেলার মাসুদ জয়ার খালপাড়ের ৪০ জন উপকারভোগীর অংশগ্রহণে উপজেলা ইউনিয়ন পরিষদে আরও ১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ফরিদপুর জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শহিদুজ্জামান খান দিনব্যাপি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও ফেব্রুয়ারি মাসে ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার ৩টি উপজেলায় আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মোট ১৬০ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র গোপালগঞ্জ সদরের উপজেলা প্রকৌশলী এস এম জাহিদুল ইসলাম। তিনি প্রকল্পের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণগুলো প্রদান করেন উপজেলা কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ। গোপালগঞ্জ জেলার প্রশিক্ষণে এলজিইডি এর গোপালগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ এহসানুল হক এবং ফরিদপুর জেলার প্রশিক্ষণে ফরিদপুর এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শহিদুজ্জামান খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আইপিসিপি' প্রকল্পের এলজিইডি সদর দপ্তরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ঢাকা অঞ্চলের রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর।

প্রশিক্ষণে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপকগণ উপকারভোগীদের প্রকল্পের আওতায় সমিতির সদস্যভুক্তি ও ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সার্বিক সহোযোগিতার আশ্বাস দেন।

জলবায়ু সহনশীল হাওর প্রকল্পের কমিউনিটি গ্রুপের সভা

'পদক্ষেপ' কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার লম্বাবাঁক হাটিতে বাস্তবায়িত Climate-Resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in The Haor Region of Bangladesh প্রকল্পে গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে ব্রিক গ্র্যাভিটি ওয়াল এলাইনমেন্ট ও ঘাট এরিয়া চিহ্নিতকরণ কাজে একটি কমিউনিটি গ্রুপের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় লম্বাবাক হাঁটির ইউপি সদস্য ও জমি দাতাদের সাথে ব্রিক গ্র্যাভিটি ওয়াল এলাইনমেন্ট ও ঘাট এরিয়া চিহ্নিতকরণে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভায় লে আউট অনুযায়ী ব্রিক গ্র্যাভিটি ওয়াল ও ঘাট নির্মাণে কমিউনিটি গ্রুপের কোন আপত্তি নেই বলে সম্মতি পত্র প্রদান করেন। নকশা অনুযায়ী ৪টি ঘাট বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কমিউনিটি গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে ৫টি ঘাট করার জোর দাবি জানান। 'সিইজিআইএস' প্রদত্ত নকশার ডিজাইন অনুযায়ী লে আউট মাপ সরেজমিনে পুনরায় পরিদর্শন করার সময় আংশিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং পরিবর্তিত লে আউটে রেড ফ্লাযাগিং করা হয়। এছাড়া Community Plinth Rising এর ব্যাপারে স্কুল কমিটির সাথে আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে তাদের কোন আপত্তি নেই বলে জানান। এ সময় 'পদক্ষেপ' এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক মাসুমা আহমেদ কণা, সুনামগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার বিশ্বজিত রায়, জামালগঞ্জ ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তপন কুমার পাল'সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' ও 'জিআইজেড' এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি সুনামগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক খসড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ) এর চূড়ান্তকরণ কর্মশালা

বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)' প্রকল্পের 'কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক খসড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ) চূড়ান্তকরণ কর্মশালার' আয়োজন করা হয়। গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করেন এনভায়রণমেন্ট এগ্রিকালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস লিমিটেড (ইএডিএস), পদক্ষেপ এবং ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্রেইনিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এমটিআই)। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বন অধিদপ্তরের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং এর প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপপ্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ মইনুদ্দিন খান উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন উপপ্রধান বন সংরক্ষক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব গোবিন্দ রায়। কর্মশালার শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন 'ইএডিএস' এর চেয়ারম্যান ও সিইও জনাব এএইচএম সাদিকুল হক। পরবর্তীতে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন সংস্থার প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দিক। এছাড়া কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের টিম লিডার ও এনভায়রণমেন্টাল স্পেশালিস্ট মৌসুমী কর, প্রকল্পের সোস্যাল সেফগার্ড স্পেশালিস্ট ও পদক্ষেপ এর সহকারী পরিচালক আয়েশা সিদ্দীকাসহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পভুক্ত বনাঞ্চলে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধকমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

‘টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)’ প্রকল্পের কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে ‘পদক্ষেপ’ এর ‘টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)’ প্রকল্পের ‘কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ)’ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের সিনিয়র কলাবোরেটিভ ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও উপ-প্রধান বন সংরক্ষক (অবঃ) জনাব আব্দুল মাবুদ।

প্রশিক্ষণটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে এনভায়রনমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস লিমিটেড (ইএডিএস), পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্রেইনিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এমটিআই)। পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ও এনভায়রনমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস লিমিটেড (ইএডিএস) এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন টিম লিডার কাম এনভায়রনমেন্ট স্পেশালিস্ট মৌসুমী কর, মাস্টার ট্রেইনার মাজেদুল হক বায়োজিদ, আব্দুলাহ আল মাসুদ, মাহবুবুল আলম ও সাজ্জাদ হোসেন।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ‘টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)’ প্রকল্পের মোট ১৩টি বন বিভাগের প্রতিটি প্রশিক্ষণ অত্যান্ত সফলভাবে গত ১২ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। অন্তর্ভূক্ত বন বিভাগগুলো হলো-ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পটুয়াখালী ও ভোলা বন বিভাগ; কক্সবাজার উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ বন বিভাগ/বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ চট্টগ্রাম। প্রশিক্ষণগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক সার্বিক ধারণা প্রদান, বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং প্রকল্পভুক্ত বনাঞ্চলে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বন সংরক্ষণ এবং সেই সাথে পরিবেশ নিয়ে সামাজিক সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। এ অভিষ্ট লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বন অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ‘টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)’ প্রকল্পের আওতায়, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ‘কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা’ ও পরিষেবা নিয়ে কাজ করছে। কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো, সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত ৬১৫টি বন সংরক্ষণ এবং সেখানকার গ্রামের সকল সদস্যকে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় সচেতন ও কার্যকর ভূমিকা পালনে তাদের প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। তাই আমরা সবাই মিলে বন ধ্বংসের বিরুদ্ধে একটি সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলি এবং বন সংরক্ষণে উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে একটি সবুজ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করি।

'ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

জামালপুরে নগর মাতৃসদন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

'পদক্ষেপ' কর্তৃক পরিচালিত "আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য় পর্যায়" প্রকল্পের আওতায় গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে জামালপুর পৌরসভা, পিএ-০১ এর অধীনে 'নগর মাতৃসদন কেন্দ্র' এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠাটি পরিচালনা করেন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দিক। জামালপুর পৌরসভার মেয়র এর সভাপতিত্বে 'নগর মাতৃসদন কেন্দ্র' এর শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব আবুল ফয়েজ মোঃ আলাউদ্দিন খান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, জামালপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রকল্পটি মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বলেন, প্রকল্প এলাকায় সাধারণ মানুষদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে গড়ে তোলা হয়েছে এই নগর মাতৃসদন কেন্দ্র। পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড (লাল কার্ড) বিতরণের মাধ্যমে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাবে। যার ফলে নগরবাসী গুণগতমান সম্পন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিসেবা, কিশোর-কিশোরী, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্নসেবার সুযোগ পাবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট জোন, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, ডাক্তার, নার্স, পুলিশসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

নিম্ন আয়ের মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার' চালু রয়েছে। এ সকল সেবা কেন্দ্রে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে বাস্তবায়নাধীন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২' এর জামালপুর পৌরসভায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক পরিচালিত 'পার্টনারশিপ এরিয়া (পিএ)'-০১ এর আওতায় নগর মাতৃসদন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কর্মশালা

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি' প্রকল্প-২য় এর আওতায় জামালপুর পৌরসভার অধীনে 'স্থানীয় পর্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা' বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জামালপুরের কলাবাগানে নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পের পিএমইউ, নগর ভবন, ঢাকা এর প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৩ এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে সহকারী পরিচালক (সহকারী সচিব) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান ও কনসাল্টিং ফার্ম ভেনাসের টিম লিডার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোঃ বেলাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা, অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়, বাস্তবায়ন ও আর্থিত অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট জোন, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, ক্লিনিক ম্যানেজার, মেডিকেল অফিসার, ডাক্তার, নার্স, পিএ-০১ এর বিভিন্ন পর্যায়ের ষ্টাফবৃন্দসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

'ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

'জাতীয় শিশু দিবস' ও 'স্বাধীণতা দিবস' উদযাপন

'জাতীয় শিশু দিবস' উপলক্ষে 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট (ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়)' এর নেত্রকোণা পৌরসভা, পিএ-১ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেত্রকোণা পৌরসভার মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম খান।

এছাড়া দিবসটি পালনে নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে দিনব্যাপী বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপিং ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। একইসাথে পৌর সভায় ডেঙ্গু সচেতনতা বিষয়ক প্রচারণা ও স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে সর্বমোট ৪২৯ জনকে বিনামূল্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও ১৬৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ৭৭ জন শিক্ষার্থী রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পরে প্রধান অতিথি রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এলাকার জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে স্থানীয় জনগণ খুব উচ্ছ্বসিত হন এবং পদক্ষেপকে তারা ধন্যবাদ জানান। এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনসাধারণ বেশি উপকৃত হবেন জানিয়ে বক্তারা বিভিন্ন সময়ে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পদক্ষেপকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালন

নিরাপদ মাতৃত্ব হলো গর্ভাবস্থায় মায়ের সুস্থতা এবং জন্ম-পরবর্তী সময়ে মা ও শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত করা। নিরাপদ মাতৃত্ব মাতৃমৃত্যুহার কমায় এবং নবজাতকের মৃত্যু ও দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা রোধ করে। গর্ভকালীন যত্নের লক্ষ্য হলো মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং গর্ভজনিত জটিলতা প্রতিরোধ বা সেগুলোর চিকিৎসা করা। মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি হলে সেটা পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও গত ২৮ মে ২০২৪ তারিখে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালন করা হয়। 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য়' পর্যায় নেত্রকোণা পৌরসভা, পিএ-১ এর অধীনে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল, নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ক প্রচারণা (মাইকিং), গর্ভবতী মায়েদের সাথে বিশেষ সভা, পুষ্টিকর খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা। প্রকল্পের ব্যবস্থাপক ওয়াসিম আকরাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসের গুরুত্ব, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে নগর মাতৃসদনের ভূমিকাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌর কাউন্সিলর ও নগর মাতৃসদনের চিকিৎসকবৃন্দ। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য- 'হাসপাতালে সন্তান প্রসব করান, মা ও নবজাতকের জীবন বাঁচান।' স্লোগান ছিল 'মা ও শিশুর জীবন বাঁচাতে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হবে যেতে'। নিরাপদ মাতৃস্বাস্থ্য, মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস ও নবজাতকের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত হয়ে আসছে। গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তীকালে সব নারীর জন্য নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই হলো নিরাপদ মাতৃত্ব। ১৯৯৮ সাল থেকে দেশব্যাপী 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালন শুরু হয়। এরপর থেকে নিরাপদ মাতৃস্বাস্থ্য, মাতৃমৃত্যু হার কমানো ও নবজাতকের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ২৮ মে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

'ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

জামালপুরে 'ইপিআই' টিকা কার্যক্রম

স্বাস্থ্যসেবায় সরকারের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ইপিআই) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি' প্রকল্প-২য় এর আওতায় জামালপুর পৌরসভা, পিএ-০১ এর অধীন নগর মাতৃসদন ও ২টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ইপিআই ভ্যাকসিন কার্যক্রম শুরু করা হয়। গত ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-১ এ টিকা কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। প্রকল্পের নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে গর্ভবতী মা, শিশু ও কিশোরীদের সকাল ৯টা থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। 'ইপিআই' টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে যক্ষা, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, হুপিংকাশি, পোলিও, হেপাটাইটিস বি, হিমো-ইনফ্লুয়েঞ্জা বি, সাইলাটিস, হাম, ও রুবেলা এই ১০টি রোগের প্রতিষেধক রোগের টিকা বিনামূল্যে প্রোয়োগ করা হয়।

প্রকল্পের অধীনে গর্ভবতী মায়েদের গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত

'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য়' পর্যায় জামালপুর পৌরসভা, পিএ-১ এর আওতায় গত ২৬-২৭ জুন ২০২৪ তারিখে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতায় একটি গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপকের সভাপতিত্বে গত ২৬ জুন তারিখে নগর মাতৃসদন, কলাবাগান, পশ্চিম ফুলবাড়িয়ায় এবং ২৭ জুন ২০২৪ তারিখে নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র-২ এর তিরুথা সরকার বাড়িতে নিরাপদ মাতৃত্ব ও গর্ভকালীন সময়ের সকল বিষয় নিয়ে এএনসি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিরাপদ মাতৃত্ব ও গর্ভকালীন সময়ের চেকআপ, সুষম খাবার, হাসপাতালে ডেলিভারি নিশ্চিতকরণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও নবজাতকের যত্ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। গর্ভকালীন যত্নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গর্ভবতী মায়েদের মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থতার মাঝে তৈরি করে তোলা যাতে তাদের সন্তানের প্রসব স্বাভাবিক হয়, তাঁরা যেন একটি স্বাভাবিক সুস্থ শিশু জন্ম দিতে পারেন এবং সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে ও শিশুর যত্ন নিতে পারেন ইত্যাদি। সভায় ক্লিনিক ম্যানেজার প্রকল্পের উক্ত উদ্দেশ্যগুলো সকলের সামনে তুলে ধরেন। প্রকল্পের কাউন্সিলর বলেন, গর্ভবতী মায়েদের অবশ্যই কমপক্ষে চারবার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ। এই চারবার হচ্ছে যথাক্রমে ১৬, ২৮, ৩২ ও ৩৬ তম সপ্তাহে। এছাড়া কারোর শারীরিক জটিলতা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলেন। উক্ত সভায় ৩৬ জন গর্ভবতী মায়েরা অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে তাদের মাঝে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্লিনিক ম্যানেজার, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, পরিবার কল্যাণ অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্যারামেডিক ও কাউন্সিলরগণ।

‘ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়’ প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

সরকারি প্রতিনিধিদের ‘নগর মাতৃসদন কেন্দ্র’ পরিদর্শন

‘পদক্ষেপ’ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট (ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়)’ পর্যায় জামালপুর পৌরসভার পিএ-০১ এর অধীন গত ২৩ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে ‘নগর মাতৃসদন কেন্দ্র’ পরিদর্শন করেন পৌর মেয়র। এসময় পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পৌরসভার সকল কাউন্সিলরগন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প-আইএমইডি জনাব জান্নাতুল বাকিয়া খান রিয়া ‘ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়’ পর্যায় পিএ-১ এর অধীনে নেত্রকোণা পৌরসভার ‘নগর মাতৃসদন কেন্দ্র’ ও প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি ফিজিসিয়ানদের সাথে ‘কি ইনফরমেন্টস ইন্টারভিউ (কেআইআই)’ স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে ‘ইনডেপথ ইন্টারভিউ’ ও ক্লাইন্টদের সাথে ‘ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)’ করেন। পরিদর্শনকালে উক্ত প্রকল্পের ‘নগর মাতৃসদন কেন্দ্র’ এর সেবার মান ও অবকাঠামোগত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেখে প্রতিনিধিবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

‘নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে’ বিনামূল্যে ২টি মেডিকেল ও ১টি পরিবার পরিকল্পনা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

স্থানীয় সরকার বিভাগের আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসে প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে ‘নগর মাতৃসনদ কেন্দ্র’। দেশের আপামর জনসাধারণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার’ চালু রয়েছে। এ সকল সেবা কেন্দ্রে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে বাস্তবায়নাধীন ‘আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২’ এর জামালপুর পৌরস-ভায় ‘পদক্ষেপ’ কর্তৃক পরিচালিত ‘পার্টনারশিপ এরিয়া (পিএ)’-০১ এর আওতায় জানুয়ারি মাসে ২টি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এরমধ্যে গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে ‘সিআরএইচসিসি’ এর মাধ্যমে জামালপুর পৌরসভার কম্পপুর মাঠপার এলাকার হবিবুর রহমান মনোয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১টি এবং ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে নগর মাতৃসদন এর পক্ষ থেকে জঙ্গলপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আরও ১টি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। মেডিকেল ক্যাম্প দু’টিতে বিনামূল্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, রক্ত পরীক্ষা, গর্ভবতী মা ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা হয়।

এছাড়া ‘ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়’ পর্যায় প্রকল্পের নেত্রকোণা পৌরসভায় ‘পদক্ষেপ’ কর্তৃক পরিচালিত ‘পার্টনারশিপ এরিয়া (পিএ)’-০১ এর আওতায় গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে বিনামূল্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবার ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৬০ জন উপকারভোগীকে বিনামূল্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়।

'জিআইজেড' ও 'পিকেএসএফ' প্রতিনিধির প্রকল্পের জামালগঞ্জ লম্ববাঁক হাটির কার্যক্রম পরিদর্শন ও উঠান বৈঠক

'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএ-সএফ) ও জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড) এর অর্থায়নে 'পদক্ষেপ' কর্তৃক "Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in The Haor Region of Bangladesh Project" এর বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্ম-এলাকার মাঠ পর্যায়ে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গত ৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে সুনামগঞ্জ এরিয়ার জামালগঞ্জ ব্রাঞ্চ এলাকার লম্ববাঁক হাটিতে একটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উঠান বৈঠকে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা করেন দাতা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'জিআইজেড' ও 'পিকেএসএফ' এর কর্মকর্তাবৃন্দ, সংস্থার উক্ত প্রকল্পের ফোকাল পার্সন ও প্রোগ্রাম উইং এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাসুমা আহমেদ কণা ও উর্ধ্বতন সহকারী পরিচালক ইঞ্জি. জহির আহমেদ'সহ বি-বাড়িয়া জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার, সুনামগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার, জামালগঞ্জ ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, একাউন্টস অফিসার, প্রজেক্ট অফিসারগণ, এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। পরিদর্শন শেষে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সাথে দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

'উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' প্রদান

সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত সদস্য এবং সকল পর্যায়ে কর্মরত কর্মীর মেধাবী সন্তানদেরকে 'উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' প্রদান করে আসছে 'পদক্ষেপ'। জুলাই হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে নতুনভাবে ৬ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন, যশোর জোন হতে জেসমিন খাতুন (ঢা.বি.), রিয়া খাতুন (রা.বি.), রংপুর জোনের সম্রাট মোহন্ত জয় (হাজী মোঃ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) সাদিয়া খন্দকার লোনা (রা.বি.), মোঃ মিনহাজুর রহমান সেতু (রা.বি.) ও শাহজাদা মোহাম্মদ মুরাদ পারভেজ (শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)। বৃত্তির জন্য নির্বাচিত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এককালীন ১০ হাজার এবং প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয় যা তাদের চলমান ডিগ্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ পর্যন্ত ৪০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে পদক্ষেপ কর্তৃক সর্বমোট ১৯.৫৬ লক্ষ টাকার বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, 'পদক্ষেপ' এর সাথে সম্পৃক্ত সদস্য এবং সংস্থার সকল পর্যায়ে কর্মরত কর্মী/কর্মকর্তাদের মেধাবী সন্তানদেরকে বৃত্তি প্রদানের জন্য ২০২১ সালের জুলাই থেকে 'পদক্ষেপ' 'উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' চালু করে।

পার্বত্য মেলায় 'পদক্ষেপ' এর অংশগ্রহণ

প্রতি বছরের মতো এবারও পার্বত্য মেলার আয়োজন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডস্থ শেখ হাসিনা পার্বত্য কমপ্লেক্সে গত ১৪ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মেলাটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিলো। মেলায় বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সমাগম ঘটে, পরিণত হয় নগরের বুকে এক টুকরো পাহাড়ি জনপদের মিলনমেলা। চার দিনব্যাপী পার্বত্য মেলায় ৯৭টি স্টল স্থাপন করা হয়। স্টলগুলোতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হ্যান্ডলুমে তৈরি গামছা, শাড়ি, লুঙ্গি, ব্যাগ, থামি দিয়ে তৈরি স্কার্ট ও টি-শার্ট, হাতে বোনা শাল, চাদর, ও বাঁশের তৈরি তৈজসপত্র, বিন্নি চাল, আনারস, কাজুবাদাম, ভুট্টা, পাহাড়ি খাঁটি মধু, পাহাড়ি হলুদ ও মরিচের গুঁড়া, লাল আলু, মেটে আলু, ওল কচু, বল সুন্দরী কুল, বাউকুল ও মিষ্টি ভুট্টা ও কাসাবা নামের দুর্লভ সবজি, জুম মরিচ ও পাহাড়ি কলা এবং জুমচাষের তুলার দেখা মিলছে স্টলগুলোতে। এছাড়া খাবারের স্টলে পাচনের পাশাপাশি মুরগি ভর্তা, পাহাড়ি বিভিন্ন সবজি, বিন্নি চালের পিঠা, শামুকসহ পাহাড়ি নানা খাবার। বাঁশের কাপের চা বেশ সাড়া ফেলে মেলায়। এছাড়া মেলা চলাকালীন পার্বত্য জেলার শিল্পীদের অংশগ্রহণে প্রতিদিন বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি স্টল স্থাপনের মাধ্যমে মেলায় 'পদক্ষেপ' এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হয় এবং ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। বিশেষ করে পাহাড়ি সদস্যদের পণ্য ও স্টলে পাহাড়ি কর্মীর উপস্থিতি অন্যরকম মাত্রা যোগ করে। মেলায় 'পদক্ষেপ' এর স্টলে তিন পার্বত্য জেলায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য, হস্তশিল্প, ঐতিহ্যবাহী কোমর তাঁতে বোনা পণ্য, বিশেষ করে হ্যান্ডলুমে তৈরি গামছা, শাড়ি, লুঙ্গি, ব্যাগ, থামি, শাল, চাদর ইত্যাদি এবং ঐতিহ্যবাহী পার্বত্য খাদ্য দ্রব্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

পার্বত্য এলাকার মানুষের জীবন-কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক তথ্যাদি সমতলের মানুষের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও বিপণনের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে মেলাটি আয়োজন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক। এছাড়া সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মশিউর রহমান এনডিসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানগুলোতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আমিনুল ইসলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সুপ্রদীপ চাকমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংসুই প্রু চৌধুরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মংসুই প্রু চৌধুরী অপু প্রমুখ।

ফেনীতে 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন' প্রোগ্রামে মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

গ্রামের অসহায়, গরিব এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে 'পদক্ষেপ' ফেনী জেলায় 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন' প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২২ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে ফুলগাজী উপজেলার মুন্সীরহাট আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তনে একটি শিক্ষক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চলমান 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন' প্রোগ্রামের ফেনী জেলা ম্যানেজার কামরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও ফুলগাজীর উপজেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ মোর্শেদ এর পরিচালনায় শিক্ষক সমন্বয় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপজেলার প্রায় ৭০ জন শিক্ষক ও ৫ জন সুপারভাইজার উপস্থিত থেকে নিজেদের কাজের মূল্যায়ন তুলে ধরেন। এ সময় শিক্ষকরা ছাত্রদের উপবৃত্তি, পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করেন এবং একই সাথে মাঠ পর্যায়ে চলমান সমস্যা ও সমাধানের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া শিশুর অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুরক্ষা, উন্নয়ন ও বিকাশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অধিকতর উদ্যোগী ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন বক্তারা। বর্তমানে ফুলগাজী উপজেলার ৭০টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২১০০ জন শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

'পদক্ষেপ' দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিশুদেরকে স্কুলে ফিরিয়ে আনা, প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, নারীদেরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত করাসহ সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে 'পদক্ষেপ'।

‘পদক্ষেপ’ ‘লিপ’ প্রোগ্রামে নতুন পণ্য টেকসই লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি সংযোজন ও বিক্রয় কার্যক্রম

লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি বা লি-আয়ন ব্যাটারি এক ধরনের রিচার্জেবল ব্যাটারি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই নতুন ধরণের ব্যাটারি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। কম ওজন এবং দীর্ঘ জীবনকালের কারণে, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিগুলি ঐতিহ্যবাহী সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত। লিথিয়াম ব্যাটারি তুলনামূলকভাবে পরিবেশবান্ধব। এই ব্যাটারি সাধারণত অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং দিন দিন এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি, বাইক, স্কুটার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যানবাহনের প্রাথমিক শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। এই ব্যাটারি ব্যবহারে বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) ব্যবহার যেমন দ্রুত বাড়বে, তেমনি বাড়বে এনার্জি সংরক্ষণের সক্ষমতাও। ফলে দেশের জ্বালানি খাতের দৃশ্যপটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেবে এ উদ্যোগ। এই ব্যাটারির শক্তি ঘনত্ব তুলনামূলক বেশি। এর ফলে অন্যান্য ব্যাটারি প্রযুক্তির তুলনায় লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিতে চালিত যানবাহন দীর্ঘ মাইল চলে এবং তুলনামূলক ব্যাটারিগুলির দ্রুত চার্জিং ক্ষমতার কারণে কম বিদ্যুৎ খরচ হয়।

‘পদক্ষেপ লাইফ এনহান্সম্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (লিপ)’ এর আওতায় ২০২২ সাল থেকে দেশব্যাপী সংস্থার কর্মী ও সদস্যদের মাঝে সহজ শর্তে বিভিন্ন ধরণের পণ্য বিক্রয় করে থাকে। এছাড়া পদক্ষেপ ‘লিপ’ প্রোগ্রাম তার গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় চাহিদার আলোকে নিত্য নতুন পণ্যও যুক্ত করে থাকে। সম্প্রতি আরও একটি পণ্য লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি যুক্ত করে যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ‘পদক্ষেপ’ বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ, অর্থায়ন সহযোগিতা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৫ ডিসেম্বর ঢাকার বাসাবো ব্রাঞ্চে এবং ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে চট্টগ্রামের কোতয়ালী ব্রাঞ্চের ২ জন সদস্যের মাঝে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এসময় ‘লিপ’ প্রোগ্রামের যুগ্ম পরিচালক ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ রাকিবুল হাসান, ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির ঢাকা রিজিওন ম্যানেজার ও উপ-পরিচালক আবুল বাসার’সহ প্রোগ্রামের সিনিয়র সহকারী পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট জোনাল ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ব্যবহারের ফলে ঘন ঘন ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দূর হয়, কারণ একটি একক ব্যাটারি যা ৮ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। ব্যাটারিতে জিপিএস সিস্টেম থাকায় ব্যবহারকারীরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাদের ব্যাটারিকে দক্ষতার সাথে ট্র্যাকিং, নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ডিসপ্লে থাকায় ব্যাটারির চার্জ দেখতে সক্ষম হবে। এছাড়া সদস্যরা এখন ‘পদক্ষেপ’ এর যেকোন ব্রাঞ্চ থেকে সরাসরি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ক্রয় করার সুবিধার্থে ঋণ নিতে পারবেন।

ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট হাওর প্রকল্পের CEGIS এর প্রতিনিধি দলের জামালগঞ্জ লম্বাবাঁক হাটির কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশে হাওর অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড) এর অর্থায়নে 'পদক্ষেপ' কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার লম্বাবাঁক হাটিতে "Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in The Haor Region of Bangladesh Project" এর বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গত ২৭ মে ২০২৪ তারিখে দাতা সংস্থা 'জিআইজেড' ও 'পিকেএসএফ' এবং কারিগরি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান The Centre for Environmental and Geographic information Services (CEGIS) এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ইঞ্জিনিয়ারগণ লম্বাবাঁক হাঁটিতে গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল/হাঁটি সংরক্ষণ ওয়াল এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা প্রকল্পের বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়গুলো খতিয়ে দেখেন এবং কাজগুলো ঠিকভাবে করা হচ্ছে বলে নিশ্চিত করেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে দাতা ও কারিগরি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ 'পদক্ষেপ' এর বি-বাড়িয়া জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার, জামালগঞ্জ ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং প্রকল্পের প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, একাউন্টস অফিসার ও প্রজেক্ট অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন শেষে দাতা সংস্থার প্রতিনিধি দল প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

দুই বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের প্রধান কাজের মধ্যে রয়েছে নির্বাচিত হাটিসমূহ সংরক্ষণের জন্য হাটি সুরক্ষা ব্যবস্থা (সিসি ব্লক রিভেটিং অথবা রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ), হাটি এলাকায় দেয়ালের পাশে স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন এবং শস্য মাড়াই ও শুকানোর জন্য কমিউনিটি স্পেস-এর উঠান উঁচুকরণ। বর্তমানে প্রকল্পের কর্ম এলাকায় সিসি ব্লক রিভেটিং কাজের জন্য বাড়ির ঢালে মাটি ভরাট, মাটি কম্প্যাকশন, লেভেলিং-ড্রেসিং এবং রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের জন্য ফাউন্ডেশন ট্রেঞ্চ প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

পরিচালক (আইসিটি) হিসেবে 'পদক্ষেপ' এ যোগদান করলেন মুহম্মদ আররাফি সিদ্দীক

সম্প্রতি 'পদক্ষেপ' এর প্রধান কার্যালয়ে আইসিটি বিভাগে পরিচালক (আইসিটি) হিসেবে যোগদান করেছেন জনাব মুহম্মদ আররাফি সিদ্দীক। তিনি দীর্ঘ বছর কানাডাতে শেলি অটোমেশন কোম্পানিতে রিজিওনাল সেলস ইঞ্জিনিয়ার ও প্রোডাক্ট ম্যানেজার হিসেবে পুরো কানাডা'র দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। তিনি কানাডার ভ্যানকুভার দ্যা ইউনির্ভাসিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে ব্যাচেলর অব অ্যাপ্লাইড সাইন্স, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেন।

অ্যাডভাইজার (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যানালিস্ট) হিসেবে 'পদক্ষেপ' এ আয়েশা খানম এর যোগদান

'পদক্ষেপ' এর প্রধান কার্যালয়ে মাইক্রোফাইন্যান্স অপারেশন ডিভিশনে অ্যাডভাইজার (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট অ্যানালিস্ট) হিসেবে যোগদান করেছেন জনাব আয়েশা খানম। তিনি টিডি ব্যাংক গ্রুপে ফ্রয়েড অ্যানালিস্ট (সিনিয়র ডিটেকশন) এবং সিনিয়র ক্রেডিট অ্যানালিস্ট হিসেবে দীর্ঘ বছর কাজ করেছেন। তিনি কানাডার কার্লেটন ইউনির্ভাসিটি থেকে 'ব্যাচেলর অব ইকোনমিক্স' ও 'ব্যাচেলর অব পলিটিক্যাল সাইন্স' এই ব্যাচেলর ডিগ্রি দু'টি লাভ করেন।

'পদক্ষেপ স্কুল অ্যান্ড কলেজ' এ উপদেষ্টা (শিক্ষা) হিসেবে যোগদান করলেন অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম

সম্প্রতি 'পদক্ষেপ' এর প্রধান কার্যালয়ে 'পদক্ষেপ স্কুল অ্যান্ড কলেজ' এ উপদেষ্টা (শিক্ষা) পদে যোগদান করেছেন অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম। তিনি লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল পদে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক ও সহকারি প্রকল্প পরিচালক পদে এবং বরিশাল গভ. বিএম কলেজে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে দীর্ঘ বছর কাজ করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.কম (অনার্স) ও এম. কম (হিসাব বিজ্ঞান) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করলেন সংস্থার পরিচালক ড. মুহম্মদ রসালাত সিদ্দীক

‘পদক্ষেপ’ এর মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অধীনে ডক্টর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিবিএ) ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। তাঁর গবেষণা মূলত ‘নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন/রূপান্তর ও ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার’ এর উপর অভিসন্দর্ভের জন্য এ ডিগ্রি প্রদান করা হয়। গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভার আদেশের আলোকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক গবেষণামূলক দীর্ঘ নিবন্ধে জাতীয় অর্থনীতিতে তার অবদান ও লব্ধ অভিজ্ঞতা দেশের বিভিন্ন সংগঠনে ইতিবাচক পরিবর্তনে কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে সেটি তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশীয় এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন যেখানে তিনি দ্রুত চলমান ভোগ্য পণ্য, স্বাস্থ্য, খাদ্য, শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি, কৃষি এর প্ল্যানিং ও মার্কেটিং এর কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন সেক্টরে তিনি কাজ করেছেন। তাঁর এ ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্তির খবর প্রকাশের পর সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সকল সহকর্মীদের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন তিনি। এ উপলক্ষে সংস্থার সেমিনার কক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সংস্থার পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংস্থার অ্যাডভাইজার ও সাবেক সচিব মোঃ শাহজাহান মজুমদার, ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক প্রমূখ। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পর্ষদ সদস্য নাহিদ আক্তার’সহ বিভিন্ন বিভাগের যুগ্ম পরিচালক, উপ-পরিচালক, সিনিয়র সহকারী ও সহকারী পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

মানব সম্পদ উন্নয়নে 'পদক্ষেপ'

মানবসম্পদ উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাহিনী সম্পদে পরিণত হতে পারে। আর মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ভুমিকা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণ হচ্ছে একটি পরিকল্পিত কার্যক্রম। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী তার কার্য সম্পাদন বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞাতা এবং কার্য সম্পাদনের সর্বশেষ কৌশল অর্জন করতে পারে। তাই প্রশিক্ষণ হলো কর্মীর সাফল্যের চাবিকাঠি। তাই 'পদক্ষেপ' কর্মীদের কর্মদক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায় এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মী/ কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক জানুয়ারি হতে জুন ২০২৪ সময়ে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ উৎস হতে ইস্যুভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে 'পদক্ষেপ' এর নিজস্ব উদ্যোগে ১০২৬ জন নব নিযুক্ত কর্মীকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন' প্রশিক্ষণ; ৮৪ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি ম্যানেজার ও ১৭৮ জন শিক্ষানবিশকাল উত্তীর্ণ কমিউনিটি ম্যানেজার অর্থাৎ মোট ২৬২ জনকে 'দলীয় গতিশীলতা সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে; প্রধান কার্যালয়ের ৬৮ জন উর্ধ্বতন কর্মীদের 'মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাস অর্থায়ন প্রতিরোধ' বিষয়ে ও ৩৭ জনকে 'আর্থিক প্রতিবেদন আইন-২০১৫' বিষয়ে; ৩২৪ জন সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (হিসাব)-কে 'হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে; ৩৩ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে 'ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন' বিষয়ে; ২৯ জন এবিএম (লোন)- কে 'অগ্রসর ঋণীর ব্যবসা বিশ্লেষণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে ক্লাসরুম ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কোলাবরেশন প্রশিক্ষণ হিসেবে ৪২ জন সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজারকে 'ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা, তদারকি ও তত্ত্বাবধান' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া বহিঃউৎস থেকে 'Promoting Leadership in Microfinance Institutions' বিষয়ে ১ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে, 'ME & SME Employees Development' বিষয়ে ২ জন সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (লোন) ও টেন্ডার নোটিশ নোটিফিকেশন সার্ভিস কর্তৃক 'ই-জিপি ট্রেনিং' বিষয়ে ১ জন সিনিয়র সহকারী পরিচালককে ও Microenterprise Management & Financing Strategy বিষয়ে ১ জন সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজারকে; 'Financial systems, Tax, Vat & Internal Audit' বিষয়ে ১ জন সিনিয়র ম্যানেজারকে; 'Financial systems, Tax, Vat & Internal Audit & Regulatory Requirements' বিষয়ে ১ জন ম্যানেজারকে 'সিডিএফ' কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া 'পিকেএসএফ' কর্তৃক 'Training of Trainers (TOT)' বিষয়ে ১ জন সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজারকে; 'Human Resource Management' বিষয়ে ১ জন সিনিয়র ব্যবস্থাপককে; 'The Art of Facilitation' বিষয়ে ১ জন সহকারী পরিচালক ও 'Procurement & Inventory Management' বিষয়ে ১ জন ম্যানেজার (অ্যাডমিন ও অ্যাকাউন্টস); ভ্যাট এন্ড ট্যাক্স বিষয়ে ১ জন সিনিয়র ম্যানেজারসহ মোট ১১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জানুয়ারি হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সংস্থার অভ্যন্তরীন আয়োজনে ১৯৯২ জন ও বহিঃ উৎস হতে ১১ জন'সহ সর্বমোট ২০০৩ জন কর্মী ইস্যুভিত্তিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছে।

'পিআইডিএম' এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দক্ষ জনশক্তির কারণে প্রতিষ্ঠান কিংবা দেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়। আর এই উন্নয়নকে টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী করতে দক্ষ মানব সম্পদ অপরিহার্য। দেশের টেকসই ও সার্বিক উন্নয়নে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ২০০৮ সালে ঢাকার আদাবরে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের সন্নিকটে সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম)' গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে প্রশিক্ষণের সব ধরনের আধুনিক প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডাইনিং এবং আবাসনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। 'পিআইডিএম' 'পদক্ষেপ' সহ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের RIIP-2, ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি), ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম) ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। 'পিআইডিএম' জানুয়ারি-জুন ২০২৪ সময়ের মধ্যে ৮৬টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৩,৫৭১ জন কর্মী/উপকারভোগীকে ১টি পরীক্ষা, ১৫টি সভা ও ৪০টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল 'ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা', 'হিসাবরক্ষণ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা', 'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT)', 'পিটিআই ইন্সট্রাক্টরদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ', 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন', 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ', 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ', 'সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা', 'ব্যবসা উন্নয়ন ও জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' ইত্যাদি। 'পিআইডিএম' এর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও যোগ্যতার সেতু বন্ধন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। এছাড়া ১টি পরীক্ষা ও ১৫টি সভা এবং প্রশিক্ষণগুলোতে খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল এবং সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানে ‘পদক্ষেপ’ এর অনুদান

সংস্থায় কর্মরত সর্বস্তরের কর্মীদের চাকুরীরত অবস্থায় যে কোন ধরনের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা দূর্ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা বা অনুদান প্রদান করার জন্য কর্মী কল্যাণ তহবিল গঠন করেছে। ‘পদক্ষেপ’ অনুদান প্রদানের খাতগুলো হলো- কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মী দূর্ঘটনায় আহত হলে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে স্থায়ী পঙ্গুত্ব বা মৃত্যুবরণ করলে, কর্মী কোন প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা খরচ হিসেবে, কর্মীর পরিবারের সদস্য বা পোষ্য (স্বামী/স্ত্রী/অনূর্ধ ১৮ বছর বয়সের ছেলে-মেয়ে/বাবা/মা) দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা খরচ হিসেবে এবং নারী কর্মীর ক্ষেত্রে নিজের ও পুরুষ কর্মীর ক্ষেত্রে স্ত্রীর বাচ্চা প্রসবকালীন অপারেশন বা সিজারের প্রয়োজন হলে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে। জানুয়ারি-জুন ২০২৪ সময়কালে প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের ৯৫ জন কর্মীকে কর্মী কল্যাণ তহবিল থেকে মোট ২০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২.৮০ কোটি টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় সদস্যদের আর্থিক ঝুঁকি ও সংস্থার প্রয়োজন বিবেচনা করে ‘পদক্ষেপ’ সদস্য কল্যাণ তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে। এই তহবিলের আওতায় ঋণী সদস্যদেরকে প্রদত্ত অন্যান্য সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি অনুদান প্রদান ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ঋণী সদস্য নিজে মৃত্যুবরণ করলে তার বৈধ নমিনিকে এবং নারী ঋণী সদস্যের স্বামী ও স্বামীর অবর্তমানে প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে উক্ত নারী ঋণী সদস্যকে দাফনকার্য বা শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে ৩-৫ হাজার টাকার অনুদান দেয়া হয়। এরমধ্যে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৩ হাজার এবং ৫ লক্ষ টাকার উপরে ঋণী সদস্যকে ৫ হাজার টাকার অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া মৃত সদস্য ও সদস্যের স্বামী/পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী মৃত্যুবরণ করলেও ঋণ মওকুফ করা হয় এবং তার জমাকৃত সমুদয় সঞ্চয় ফেরত দেয়া হয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি-জুন ২০২৪ সময়ে বিভিন্ন জোনে মোট ১২০৬ জন সদস্যের পরিবারকে অনুদান হিসেবে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ মোট ৫০.৩৬ লক্ষ টাকা। অনুদান প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার’সহ এলাকার মেম্বার, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও সমিতির সভানেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও নারী ঋণী সদস্যের স্বামী/উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ অথবা দূর্ঘটনায় ঋণী সদস্য পঙ্গুত্ববরণ/শারিরীকভাবে সম্পূর্ণ অক্ষমতার ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ অথবা দূর্ঘটনায় নারী ঋণী সদস্যের স্বামী বা প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তির পঙ্গুত্ববরণ/শারিরীকভাবে সম্পূর্ণ অক্ষমতার ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ অথবা দূর্ঘটনায় ঋণী সদস্যের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে এবং পলাতক/স্থানান্তর/নিরুদ্দেশ/খুঁজে না পাওয়া সদস্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অনুদান হিসেবে ১৫০৪ জনকে ১১.০৮ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ প্রান্তিকে সর্বমোট ২৭১০ জনকে ১১.৫৮ কোটি টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

শোকবার্তা

জানুয়ারি থেকে জুন ২০২৪ সময়ের মধ্যে এক জন কর্মীকে চিরতরে হারিয়েছে পদক্ষেপ। যা অত্যন্ত দুঃখের ও বেদনার। তাঁর এই মৃত্যু ও অপূরণীয় ক্ষতিতে ‘পদক্ষেপ’ পরিবার গভীরভাবে স্মরণ করছে। মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি হলেন, ঢাকা উত্তর জোনের গাজীপুর এরিয়ার আওতাধীন গাজীপুর সদর ব্রাঞ্চের কমিউনিটি ম্যানেজার-২ মোঃ জাকারিয়া (কর্মী পরিচিতি নং- ০১২১৩৯০৩১৬) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে গত ১৫ জুন ২০২৪ তারিখ রোজ শনিবার বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর।

উক্ত সহকর্মীদের এই অকাল ও দুঃখজনক এবং শোকাবহ মৃত্যুতে ‘পদক্ষেপ’ পরিবার গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং পরম করুণাময়ের কাছে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছে ‘পদক্ষেপ’ এর সকল পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ।

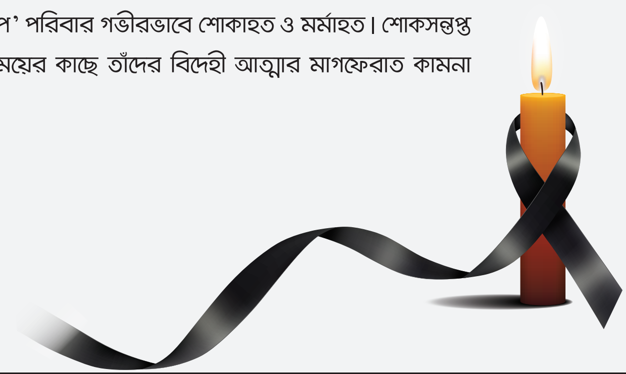

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার জলাধার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যাদের মধ্যে অন্যতম হলো হাওর। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যানুসারে দেশে মোট ৪১৪টি হাওর রয়েছে; তবে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব অনুসারে হাওরের সংখ্যা ৪২৩টি। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি জেলা নিয়ে হাওরাঞ্চলের অবস্থান। এরমধ্যে কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওর-বাওর ও সমতলভূমির বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি যেন জেলাগুলোতে সর্বত্র সবুজ শ্যামলিমায় আচ্ছন্ন করে রাখে। প্রকৃতির এক অপরূপ মিলন ঘটেছে হাওর অঞ্চলগুলোতে। হাওর কোনো স্থায়ী জলাশয় বা জলাধার নয়। বর্ষায় যেখানে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি। শুষ্ক মৌসুমে সেখানেই মাইলের পর মাইল চোখ জোড়ানো সবুজ ধানের ক্ষেত। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে বর্ষায় নাও, শুকনায় পাও, এইডাই উজান-বাড়ির বাও। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে হাওরসমৃদ্ধ ভাটি অঞ্চলের ভূমিকা অপরিসীম। তবুও নানা সমস্যায় জর্জরিত হাওরবাসী। দৃষ্টিসীমার একেবারে কিনারে বক্ররেখার মতো কালো আঁকা-বাঁকা, ছড়ানো-ছিটানো অগোছালো গ্রামগুলো দূর থেকে দেখলে মনে হয় অথৈ সাগরের মাঝে কি যেন ভেলার উপর ভাসছে। বাস্তবিক অর্থে তাদের জীবনটা ভাসমান ভেলার মতোই নড়বড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে তাদের টিকে থাকতে হয় বছরের পর বছর।

সরকারের পাশাপাশি 'পদক্ষেপ' দেশের হাওর এলাকার সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে "পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি)" প্রকল্প বর্তমানে নতুন নামে "পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল ইইউ (পিপিইপিপি-ইইউ)" ৩ বছর মেয়াদী প্রকল্পটি

অক্টোবর ২০২২ সাল থেকে কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' এর সহায়তায় পরিচালিত কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ২.১৫ লক্ষ পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি এবং বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করার জন্য সহযোগিতা প্রদান করা। প্রকল্পের আওতায় এ প্রান্তিকে অর্থাৎ জানুয়ারি-জুন ২০২৪ মাসে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হলো।

'পিকেএসএফ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ৯ মার্চ ২০২৪ তারিখ 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' এর প্রকল্প পরিচালক ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী'সহ ছয় সদস্যের একটি টিম কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী ও কারপাশা ইউনিয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর কনসার্ন অফিসার ও এপিসি-ফিল্ড অপারেশন কর্মকর্তা মোঃ মাকসুদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ খসরু মঈন তানবির আহমেদ, ব্যবস্থাপক মোঃ রায়হান মোস্তাক ও মোঃ মনিরুজ্জামান খান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ রাশেদুল হাসান, পদক্ষেপ এর কিশোরগঞ্জ জোনের জোনাল ম্যানেজার ও সহকারী পরিচালক মোঃ মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

পরিদর্শন টিম প্রকল্পের একজন সফল নারী উদ্যোক্তা সহরবানুর খামার, প্রভাতি প্রসপারিটির গ্রাম কমিটিতে সভা, একজন গর্ভবতী নারীর খানা পরিদর্শন, প্রসপারিটি বাড়ি, একতা সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী) ক্লাবের কার্যক্রম, উচ্চমূল্যের সবজি চাষ, কৃষিপণ্য বিপণন কেন্দ্র, মাঁচা পদ্ধতিতে ভেড়া পালন, গরু ও গাভী এবং কবুতর পালনের আইজিএ পরিদর্শন করেন। এছাড়া দিনব্যাপী প্রকল্পের পরিদর্শন শেষে প্রকল্প পরিচালক মহোদয় নিকলী ইউনিটের সকল কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভা করেন এবং তার লব্ধ অভিজ্ঞতা কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের দুর্যোগ ও জলবায়ু মোকাবেলার লক্ষ্যে নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে "ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কমিটিতে অর্ন্তভুক্তি করা হয়, যেন তারা তাদের সমস্যার কথা কমিটিতে সহজে বলতে পারে। সভায় দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের এ কমিটির মধ্যমে সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের বিভিন্ন স্টাফসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, পিভিসি সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভা ও বাজেট বরাদ্দ বিষয়ক অ্যাডভোকেসি সভা

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সেবার মান ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় ১৩টি প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক ও বাজেট বরাদ্দ বিষয়ক অ্যাডভোকেসি সভা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সফলতা বিষয়ক ১টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাগুলোতে বাজেট বরাদ্দ, প্রতিবন্ধী ভাতা, আইজিএ এর বর্তমান অবস্থা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় বক্তারা ভাতাসহ প্রতিবন্ধিদের বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় ভাতা পেয়ে আইজিএ বাস্তবায়ন করে প্রতিবন্ধী সদস্যদের সন্তুষ্টির কথা ও তাদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সমাজে প্রতিবন্ধীদের সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। সভাগুলোতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড মেম্বার, ইউনিয়ন সচিব, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পিভিসির সদস্যবৃন্দ ও 'পদক্ষেপ' এর উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ। প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র পরিবারকে প্রকল্পের সেবার আওতায় এনে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী ক্লাব) গঠন, স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ ও এর ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা

প্রকল্পভুক্ত অতি দরিদ্র খানা সদস্যদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের হার অনেক কম। পুরাতন ও অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহারের ফলে তারা অনেক ধরনের রোগে ভুগছে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে নারীদের অভিজ্ঞতা কমের প্রধান ৩টি কারণ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেতনতা, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ভালো মানের ন্যাপকিনের অপ্রাপ্যতা এবং ন্যাপকিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে মানসিক জড়তা ও লজ্জা। এই সমস্যা উত্তরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া, অষ্টগ্রাম উপজেলার আদমপুর এবং নিকলী উপজেলার কারপাশা এবং গুরই ইউনিয়নে সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী) ক্লাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন এর ব্যবহার নিয়ে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক সভা এবং ন্যাপকিন সরবরাহ করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা; মা ও শিশু ফোরাম এবং কিশোরী ক্লাবে স্যানিটারি ন্যাপকিনের সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে কিশোর/কিশোরীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে গড়ে তোলা, নারী-পুরুষের ক্ষমতায়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, পারস্পরিক সহমর্মিতা স্থাপন, নেতৃত্ব বিকাশ ও জীবনদক্ষতা উন্নয়ন এবং এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণে তাদেরকে উৎসাহিত করা।

মা ও শিশু ফোরামের সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের সাথে সভা

প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটে জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় 'প্রসপারিটি মা ও শিশু ফোরাম' সদস্যদের এবং অভিভাবকদের মাঝে ৩টি জেন্ডার সংবেদনশীল সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, পরিবার ও সমাজের জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্পভুক্ত খানার সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় মা ও শিশু ফোরামের সদস্যের অভিভাবকদের মধ্যে স্বামী, শাশুড়ি, শ্বশুর, ননদ, বাবা ও মায়েরা উপস্থিত ছিলেন। সভাগুলোর মাধ্যমে পরিবারে পুরুষেরা ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে, কমিউনিটিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হবে ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে ও শিক্ষায় গৃহস্থালির কাজে অংশগ্রহণ পারিবারিক বিষয় নারী ও পুরুষদের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিবারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

দম্পতি ফোরামের এবং উৎপাদক দলের সভা

'পদক্ষেপ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় ৬টি দম্পতি ফোরাম গঠন এবং ফোরামের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র পরিবার ও সমাজের জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া অতিদরিদ্র নারী ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং গর্ভধারণে সক্ষম নারী ও কিশোরীর জন্য পুষ্টি কেন্দ্রিক বিশেষ পরিসেবা সরবরাহ করা। দম্পতি ফোরামের মাসিক সভাগুলোতে সর্বমোট ১৪৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। যাদের মধ্যে ৭২ জন নারী ও ৭২ জন পুরুষ সদস্য। উক্ত সভাগুলোতে অপুষ্টি ও জেন্ডার বৈষম্যের কারণে অপুষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি, গর্ভবতি ও প্রসূতি নারীর যত্নে পরিবারের সদস্যদের করণীয় বিষয় নিয়ে সহকারী কারিগরি (পুষ্টি) কর্মীগণ আলোচনা করেন।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্যদের সক্রিয়করণ সভা

'পদক্ষেপ' এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অতিদরিদ্র সকল বয়সের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মার্চ ২০২৪ মাসে কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিজি) গ্রুপের সদস্যদের সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিজি পরিচালনা, কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য, সেবার মান উন্নয়নে করণীয়, সেবা গ্রহীতার সাথে সংবেদনশীল আচারণ, এলাকার অতিদরিদ্রদের সেবার আওতায় আনা, বয়স্ক, মা ও শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক সেবা প্রদান ও সেবার মানউন্নয়নে নজর দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

গ্রাম কমিটিতে এবং মা ও শিশু ফোরামে 'বয়সভিত্তিক আদর্শ খাবার নির্বাচন ও খাবার তৈরির প্রণালী প্রদর্শনী'

অপুষ্টি দূরীকরণের অনেক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে খানা পর্যায়ে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা। অনেক সময় দেখা যায় বয়সভিত্তিক সঠিক খাবারের পরিমাণ ও গুণগত মানের খাবার নির্বাচন এবং প্রস্তুত না করা হলে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। 'পদক্ষেপ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক সাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটের ৬টি 'মা ও শিশু ফোরাম' এবং ১৮টি পিভিসিতে "বয়স ভিত্তিক আদর্শ খাবার নির্বাচন এবং খাবার তৈরির প্রণালী প্রদর্শনী" অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে মা ও শিশু ফোরামের সদস্যদের মাঝে 'নবজাতক ও শিশুর খাদ্য এবং পুষ্টিকর খাবার রান্নার আদর্শ প্রণালী' প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর অভিভাবক, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণকারী হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে শূন্য থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পারিবারিক পর্যায়ে খাবার তৈরির সময় খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় রাখার কৌশলগত দিকসমূহ তুলে ধরা হয়। এতে খানা পর্যায়ে স্বল্প খরচে ও আদর্শ প্রযুক্তিতে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পুষ্টিকর খাবার রান্না সম্পর্কে তারা হাতে কলমে শিখতে ও জানতে পারছে।

অপুষ্ট শিশুর উঁচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার তৈরির উপকরণ প্রদান

বাংলাদেশের শিশু অপুষ্টির প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুর অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিশু অপুষ্টি এবং রোগ সংক্রমণের প্রতি ঝুঁকিপুর্ণ যা শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী। শিশুর অপুষ্টি এবং মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় নিকলী উপ-প্রকল্প ইউনিটে পুষ্টি ও প্রাথমিক সাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের মাধ্যমে নিকলী, কারপাশা এবং ছাতিরচর ইউনিয়নের ৪ জন অপুষ্ট (ম্যাম) শিশুর জন্য উঁচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর সম্পূরক খাবার যেমন-পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়া তৈরির উপকরণ প্রদান করা হয়। উপকরণ প্রদানের পূর্বে মা'দের মাঝে পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়ার রেসিপি ও রন্ধন প্রণালী বর্ণনা করা হয়।

সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্যদের ফোরামভিত্তিক ইভেন্ট আয়োজন

প্রকল্পের সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের আওতায় কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এই তিনটি উপজেলায় ৬টি ইভেন্টে কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা কুইজ প্রতিযোগিতা ও নারীর ক্ষমতায়নের উপর উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কিশোরীরা নিজেদের মেধার বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করেন। ইভেন্টে কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পেরে তারা অত্যন্ত খুশি। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ সময় প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় পিভিসির সদস্য, অভিভাবকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের ইভেন্ট আয়োজন

প্রকল্পের আওতায় স্কুলভিত্তিক কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের ইভেন্ট আয়োজন করা হয়। এতে নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এই তিনটি উপজেলায় ১৪টি স্কুলে কিশোরী ক্লাবের ইভেন্ট আয়োজন করা হয়। ক্লাবের সদস্যরা কুইজ প্রতিযোগিতা ও বাল্যবিবাহের উপর বক্তৃতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কিশোরীরা নিজেদের মেধার বিকাশ এবং নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে তারা অনেক কিছু জানতে পেরেছে এবং তারা উপভোগ করছে লেগেছে বলে জানিয়েছে। এসময় স্কুলের কিশোরী ও শিক্ষকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবাসমূহ অবহিতকরণ সর্ম্পকিত ওরিয়েন্টেশন

প্রকল্পের আওতায় 'উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবাসমূহ অবহিতকরণ' সর্ম্পকিত ২টি ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'পদক্ষেপ' এর উদ্যোগে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে অতিদরিদ্র সকল বয়সের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভা কক্ষে ১টি এবং উপজেলা পরিষদ হল রুমে ইউএনও কর্তৃক আয়োজিত ১টিসহ মোট ২টি ওরিয়েন্টশনের আয়োজন করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য সহকারী, সিএইচসিপি ও পুষ্টি কমিটির সদস্যবৃন্দ।

এছাড়া উপজেলা পরিষদ হল রুমে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলার পিভিসির সদস্য, উপজেলা সরকারি বিদ্যমান সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন অষ্টগ্রাম উপজেলা নিবাহীঁ অফিসার মোছাঃ দিলশাদ জাহান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ সেবাসমূহ সকলকে অবহিত করেন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সকল সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেন। সরকার যে সকল কাজ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার জন্য হাতে নিয়েছেন সেগুলো সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তাই সরকারি ও বেসরকারি যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে সকলে মিলে কাজগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে বলে বক্তারা বলেন। এছাড়া 'পদক্ষেপ' এর সকল কাজে প্রশাসনের দিক থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন বক্তারা। অনুষ্ঠানগুলোতে প্রকল্পের 'পদক্ষেপ' এর বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ, এলাকার জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক'সহ প্রসপারিটির উপকারভোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক উন্নয়নে কিশোরী কেন্দ্র গঠন

পুষ্টিবান্ধব এলাকা গঠন, নারী-পুরুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পারস্পারিক সহমর্মিতা ও সম্মানজনক আন্ত:সম্পর্ক স্থাপন এবং নেতৃত্ব বিকাশ ও জীবন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে ১টি বাজেটরী এবং ২টি নন-বাজেটরি সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী) গঠন করা হয়। প্রকল্পের গুরুই, ঘাগড়া ও আদমপুর ইউনিয়নে উক্ত কেন্দ্রগুলো গঠিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রসারক হিসেবে কমিউনিটি পর্যায়ে কিশোর/কিশোরীদের গড়ে তোলা। এছাড়া পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রজনন বিষয়ে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে কিশোর/কিশোরীদের দলগতভাবে সচেতন করা ও ভূমিকা রাখা। এছাড়া তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি এবং এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

'গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য' এবং 'কৈশোর কালীন বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প'

সংস্থার 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক সাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটে 'গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য' বিষয়ক ৩টি এবং 'কৈশোর কালীন' ২টি বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। উক্ত ৫টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ৩০ জন শিশু, ১০ জন গর্ভবতী মা, ৩৮ জন প্রসূতি মা, ৮৭ জন কিশোরী ও ২৮ জন প্রবীণ নারী'সহ সর্বমোট ৪২৭ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং রোগীদের মাঝে ঔষধপত্র ও স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পগুলো পরিচালনা করেন নিকলী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সজীব ঘোষ। চিকিৎসা প্রদান করেন কিশোরগঞ্জের আব্দুল হামিদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. অনন্যা দেবনাথ, অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মোঃ ইউসুফ আলী এবং মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আলী প্রমূখ।

প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে 'পদক্ষেপ' এর পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে পিভিসি, কিশোর কিশোরী ক্লাব, মা ও শিশু ফোরাম, প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং উপজেলা পর্যায়ে সরকারি প্রশাসনের সাথে সমন্বিতভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদান, নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারীর সাফল্য উদযাপন ও নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য- 'নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ।' এই প্রতিপাদ্যের আলোকে দিনব্যাপী র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় প্রকল্পের কর্মীবৃন্দের উপস্থিতিতে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

২৯ তম জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ উদযাপন

প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩টি উপজেলায় ২৯ তম জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ-২০২৪ পালন করা হয়। এরমধ্যে নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম এই ৩টি উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে ক্যাম্পেইন করা হয়। এতে মাইকিং, পোস্টার, লিফলেট, আলোচনা সভা ও র‍্যালির অয়োজন করা হয়। এর ফলে সদস্য পর্যায়ে গণসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় পিভিসি সদস্য, সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোরী ক্লাব, মা ও শিশু ফোরাম, প্রতিবন্ধি ব্যক্তি ফোরাম, স্থানীয় লোকজন, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল ও সংস্থার কমকর্তাদের অংশগ্রহণে কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহটি পালন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

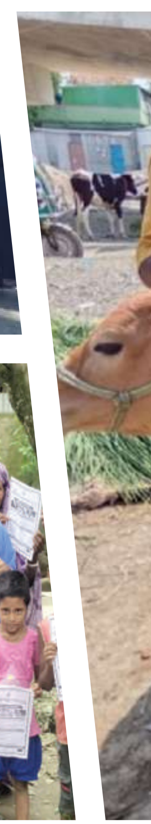

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ

এ প্রান্তিকে প্রকল্পের 'ফসল চাষ বিষয়ক' আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের আওতায় নিকলী ইউনিটের নিকলী সদর, কারপাশা, ছাতিরচর, গরুই, দামপাড়া ও সিংপুর ইউনিয়নে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ১৭ জন ও ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে অষ্টগ্রাম ইউনিটের পূর্ব অষ্টগ্রাম, কাস্তুল, বাংগালপাড়া, আদমপুর ও আবদুল্লাহপুর ইউনিয়নে ১৭ জন এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে অতি দরিদ্র সদস্যদের মাঝে ফসলের বীজ, সার, বেড়া তৈরির উপকরণ, মাঁচা তৈরির বাঁশ, সিমেন্টের খুঁটি, সাইনবোর্ড ইত্যাদি প্রদান করা হয়। এছাড়া মিঠামইন উপজেলার ঘোপদিঘী ও ছাতিরচর ইউনিয়নে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অতি দারিদ্র ৩ জন সদস্যকে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য ভ্যানগাড়ি'সহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এছাড়া মার্চ ২০২৪ মাসে মিঠামইন, অষ্টগ্রাম ও নিকলী উপজেলায় 'স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুঁটকি উৎপাদন ও বিপণন' বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য ১৯ জনকে শুঁটকি উৎপাদনের জন্য মটকা, মশারি, পলিথিন, মাস্ক, হাইজেনিক ক্যাপ, হ্যান্ড গ্লাভস, ছাতা, চাকু, অ্যাপ্রোন ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

অপরদিকে নিকলি উপজেলার নিকলী সদর, কারপাশা, গুরুই ও ছাতিরচর ইউনিয়নের মোট ৭ জন এবং মিঠামইন উপজেলার ঘোপদীঘি ও ঘাগরা ইউনিয়নের ৩ জন সদস্যকে মুদি দোকানের বিভিন্ন মালামাল প্রদান এবং গোপদিঘী ইউনিয়নে ০১ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে অনুদানের মাধ্যমে প্রসপারিটি বাড়ি স্থাপন করা হয়। প্রসপারিটি বাড়ি স্থাপনের জন্য সদস্যের বাড়িতে মাঁচায় সবজি চাষ, সেলাই মেশিন, ফলের চারা বিতরণ ও রিং স্লাব স্থাপণ করা হয়। এছাড়া মাছের পোনা পরিবহনের জন্য প্রাগ্রসরমান একজন সদস্যকে মাছ পরিবহনের ট্যাংক, এ্যায়ারেটর মেশিন, ভ্যানগাড়ি ও নেট প্রদান করা হয়। সেইসাথে হাঁস, মুরগী ও গবাদী পশুর রোগ প্রতিরোধক হিসেবে নিকলী, মিঠামইন ও অস্টগ্রাম এরিয়ায় ক্ষুরা, এলএসডি, বাদলা, গলাফুলা, তড়কা, পিপিআর ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

কারপাশাতে ১ জন ও ঘোপদীঘি ইউনিয়নের ১ জন সদস্যকে চা'য়ের দোকানের জন্য ও ১ জনকে অটো পার্টস এন্ড সার্ভিসিং সেন্টারের জন্য বিভিন্ন মালামাল এবং ঘাগড়া ইউনিয়নের ১ জন সদস্যকে ডিমের ব্যবসা করার জন্য ডিম, ক্যারেট ও অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় মিঠামইন উপজেলার ঘোপদীঘি ও ঘাগরা ইউনিয়নের ৩ জন সদস্যকে সেলাই মেশিন ব্যবসার জন্য বিভিন্ন ধরনের থান কাপড় সামগ্রী এবং ৬ জন সদস্যকে গরু মোটাতাজাকরণ কর্মসূচির আওতায় ৬টি গরু প্রদান করা হয়।

পাশাপাশি মিঠামইন উপজেলার ঘোপদীঘি ইউনিয়নে ৩ জন নিঃস্ব সদস্যকে ৬টি ছাগল এবং ঘাগড়া ইউনিয়নের ৩ জন অগ্রসরমান সদস্যকে ১২টি ভেড়া প্রদান করা হয়। এসময় প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের নিকলী উপজেলার নিকলী সদর ইউনিয়নের ০৫ জন নিঃস্ব অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে ৫০টি দেশি মুরগি, মুরগির রাত্রিকালীন ঘর ও ক্রিপার প্রদান করা হয়। উক্ত ইউনিয়নে মাছ বিক্রয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ০১ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে মাছ সংরক্ষণের জন্য ট্রাংক, ডিসপ্লে বক্স, আইস বক্স, কাটিং ডিভাইস, চপিং টেবিল, পলিথিন, মাস্ক, হাইজেনিক ক্যাপ, হ্যান্ড গ্লাভস, অ্যাপ্রোন ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

এছাড়াও উপজেলার কারপাশা, গুরই ও ছাতিরচর ইউনিয়নে 'ফিশিং গিয়ার তৈরি ও বিপণন' বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য ১৪ জন অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে ডিঙ্গি নৌকা, জাল তৈরির জন্য সুতা, সুই, বাঁশ, ফ্রেম, জালের রশি, ছুরি, চাকু ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

পুষ্টি চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সদস্যদের মাঝে সবজির বীজ বিতরণ

প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সবজি বাগান স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের বীজ বিতরণ করা হয়। বিশেষ করে কর্ম এলাকার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে সারা বছর শাকসবজির চাষ চলমান রাখতে পারে তারজন্য প্রতি মৌসুমেই প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্যদের মাঝে মৌসুমভিত্তিক বীজ বিতরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কর্মএলাকার ১৪টি ইউনিয়নের ১৪০০টি পরিবারের মাঝে খরিপ-২ মৌসুমের সাত ধরনের বীজ যেমন-করলা, ঢেড়স, মিষ্টিকুমড়া, ডাটাশাক, লাউ, সিম ও চিচিংগা বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

ফসল চাষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় গত ৬ মার্চ ২০২৪ তারিখে নিকলী সদর ইউনিয়নে গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালন বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উচ্চ মূল্যের নিরাপদ প্রাণি ও কৃষি বিষয়ক মোট ৯টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে ফসল চাষ ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অতিদরিদ্র পরিবারের ২৫ জন সদস্যের অংশগ্রহণে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আবু হানিফ।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন

প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অতিদরিদ্র সকল বয়সের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভা কক্ষে কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে ১টি ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টেশনে সিজি গ্রুপের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। এতে অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসার, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাসহ 'পদক্ষেপ' এর কারিগরি ও সহকারী কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ওরিয়েন্টশনে সিজি পরিচালনা, কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্য, সেবার মান উন্নয়নে করণীয়, সেবা গ্রহীতার সাথে সংবেদনশীল আচারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ফসল চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস

প্রকল্পের আওতায় গত ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অষ্টগ্রাম ইউনিটের কাস্তুল ইউনিয়নে ঘাতসহনশীল/উচ্চফলনশীল জাতের ফসল চাষ বিষয়ক ২ দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অতিদরিদ্র পরিবারের ২৫ জন সদস্যকে নিয়ে ফসল চাষভিত্তিক প্রশিক্ষণে ঘাতসহনশীল/ উচ্চফলনশীল জাতের ফসল চাষের উপর আলোচনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন অষ্টগ্রাম উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব অভিজিৎ সরকার। এছাড়া গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে মিঠামইন উপ-প্রকল্প ইউনিটের ঘাগড়া ইউনিয়নে ফসল সম্পর্কিত একটি মাঠ দিবসও বাস্তবায়ন করা হয়।

মা ও শিশু ফোরাম গঠন

মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য মায়ের পুষ্টি চাহিদা স্বাভাবিকের থেকে অনেক খানি বেড়ে যায়। তাই এ সময় মায়ের সঠিক পুষ্টি সরবারহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গর্ভবতী মা যদি দীর্ঘদিন ধরে রক্তস্বল্পতায় ভোগেন, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার না খান, তবে ভ্রুণের গঠনগত বিকলাঙ্গ দেখা দেয় এবং মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে শিশু বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী হয় এবং শিশুর জীবনের প্রথম ১ হাজার দিনের মধ্যে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। এমন কি চিরদিনের জন্য খর্বকায় হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে শিশুর ১ হাজার দিনের স্বাস্থ্যসেবা এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমাতে মা ও শিশু ফোরাম গঠন করা হয়। ফোরামে মা ও গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর বিস্তারিত আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। সংস্থার "পিপিইপিপি-ইইউ" প্রকল্পের নিকলী ইউনিটে পুষ্টি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে অষ্টগ্রামের কাস্তুল ইউনিয়নে নন-বাজেটরি ২টি মা ও শিশু ফোরামকে বাজেটরি করে গঠন করা হয়।

কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন

একজন ব্যক্তির ব্লাড গ্রুপ জানা থাকা খুবই জরুরি একটি বিষয়। রক্তের গ্রুপ জানা থাকলে যে কোন জরুরি সময় রোগীকে রক্তদানের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। পুষ্টি ও প্রাথমিক সাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় প্রকল্পের সদস্যদের বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের প্রসবকালীন সম্ভাব্য বিপদ এড়ানোর জন্য রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কর্মএলাকায় বিভিন্ন বয়সী ব্যক্তিদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য রক্তদাতার তালিকা তৈরি করা জরুরি। এরই আলোকে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ মিঠামইন কর্মএলাকার ঘাগড়া ইউনিয়নে কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে দিনব্যাপী বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় বিষয়ক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। ক্যাম্পেইনের ফলে প্রকল্পভুক্ত খানার গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী, কিশোর, কিশোরী এবং তাদের পরিবারের রক্তদানে আগ্রহী মোট ১০৭ জনের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত খানার রক্তদানে আগ্রহী ব্যক্তিদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে তারা তাদের রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং গ্রামভিত্তিক সম্ভাব্য রক্তদাতার তালিকা তৈরি করা সম্ভব হবে।

আন্তঃ কিশোরী ক্লাব ইভেন্ট

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কিশোর কিশোরীদের ভূমিকা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের আওতায় সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র নিকলী সদর ও কারপাশা ইউনিয়নের কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে এক আন্তঃ কিশোরী ক্লাব ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। এতে নিকলী উপজেলার একতা সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র ও অপরাজিতা সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রের কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। এতে কিশোরীরা প্রতিযোগিতামুলক উপস্থিত বক্তৃতা, নারীর ক্ষমতায়ন, সরকারি সেবাসমূহ ও কৈশরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে।

ইভেন্টে কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পেরে অত্যান্ত খুশি ও আনন্দিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় প্রকল্পের কর্মী এবং স্থানীয় পিভিসি সদস্য, অভিভাবকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ইভেন্টটি ফ্যাসিলিটেট করেন কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ ছাইদুল ইসলাম।

পথনাটক প্রদর্শনী

সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে স্থানীয় পর্যায়ে একটি ন্যায্য, দারিদ্র্য মুক্ত ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্প। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটির মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে 'পদক্ষেপ'। এর মাধ্যমে অতি দরিদ্র জনগণ, ইন্টারসেকশনাল গ্রুপের সদস্যসহ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে জীবিকায়ন, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিবন্ধীতা, জেন্ডার, দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়গুলো জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য একটি পথনাটক এর আয়োজন করা হয়। কমিউনিটির আচারণ পরিবর্তনের জন্য বিনোদনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে নাটক প্রদর্শনী করা হয়। যা কমিউনিটির মানুষদেরকে আচারণ পবিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের আওতায় গনসচেতনতা মূলক বিলবোর্ড স্থাপন

প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে পিভিসি সদস্য সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর/কিশোরী ক্লাবের সদস্য, মা ও শিশু ফোরামের সদস্য, প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্য এবং কর্মএলাকার সকল ধরণের লোকদের গনসচেতন করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর সামনে মলা মাছ খেলে কি ধরণের উপকার হয় তার বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এতে প্রকল্পের আওতায় লোকজন সচেতন হয়েছে। এলাকার লোকজনের মধ্যে মলা মাছ খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। সেইসাথে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণে সদস্য পর্যায়ে বেশি আগ্রহ বাড়ছে। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পিভিসির সদস্য, কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং প্রকল্পের কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়।

নিঃস্ব অতিনাজুক সদস্যের বসতভিটা সংস্কার ও মেরামতকরণ

প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন, উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে পিভিসির নিঃস্ব অতিনাজুক সদস্যদের বসতভিটা সংস্কার কর হয়। প্রকল্পের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিঘাত মোকাবেলায় তাদের জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করাসহ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করে গড়ে তোলা। পিপিইইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় বসতভিটা সংস্কার/মেরামতে সহয়তা প্রদান করা যাতে করে বিভিন্ন আপদে বা দুর্যোগে সদস্যদের জীবনহানি ও তাদের সম্পদের ক্ষতি কমিয়ে আনা যায় সে লক্ষ্যে সদস্য পযার্য়ে বসতভিটা সংস্কার/মেরামত করা হয়। এসময় উপস্থিত সদস্যরা 'পদক্ষেপ' কে ধন্যবাদ জানান। উক্ত সময়ে পিভিসির সদস্য, ইউনিয়ন সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতে ঘর মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

হাওড়ে প্রকল্পের স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

হাওড়ের দুর্গম এলাকায় অতিদরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'পদক্ষেপ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে ৯৯৭১টি অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যের পাশাপাশি এলাকার সাধারণ জনগনের মাঝে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার আয়োজন করা হয়।

উক্ত স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ, ব্লাড গ্রুপিং, ডায়াবেটিস এবং হিমোগ্লোবিন পরীক্ষার পাশাপাশি ড্রেসিং, সেলাই, ইনজেকশন, নেবুলাইজার করা, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র প্রদানসহ উপযুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেমন, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র অথবা উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করা হয়। এছাড়া, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী, ০-৫৯ মাস বয়সী শিশু, কিশোর-কিশোরী, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী এই ৫ ধরণের ব্যক্তিদের ওজন, উচ্চতা ও মুয়াকের পরিমাণ পরিমাপ এবং যাচাইয়ের মাধ্যমে অপুষ্টি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের কর্মএলাকায় জুন ২০২৪ মাসে ৩৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনার মাধ্যমে সর্বমোট ৭৫০ জন সদস্যকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। বর্তমানে কর্মএলাকায় স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশা পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কাজ চলমান থাকায় এলাকার মানুষের মাঝে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়াও টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন কিশোরী এবং নারীদের অপুষ্টি দূরীকরণ এর জন্য প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় চলমান আছে ১৬টি মা ও শিশু ফোরাম, সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোর) ১টি এবং ১৩টি সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী)। কিশোরীরা আগামী দিনের মা তাই কিশোরীদের অপুষ্টি দুরীকরণের লক্ষ্যে সকল ফোরাম এবং সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রতি মাসে দুটি সেশন পরিচালনার মাধ্যমে কিশোরীদের মাঝে পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়। যেমন, সুষম খাদ্য গ্রহণ, রঙিন শাকসবজি খাওয়া, বছরে দুবার কৃমিনাশক ট্যাবলেট গ্রহণ করা, খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ভালো করে ধৌত করা, টয়লেট ব্যবহারে পায়ে জুতা পরা ও সাবান দিয়ে ভালোভাবে দুই হাত ধৌত করা, স্বাস্থ্-সম্মত টয়লেট ও স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করা, পরিবারের সকলে মিলে একসাথে খাওয়া এবং পারিবারিক পুষ্টি বাগানের মাধ্যমে পুষ্টিকর শাকসবজির চাহিদা পুরণ করা ইত্যাদি। তারই ধারাবাহিকতায়, অপুষ্টি দুরীকরণের জন্য একযোগে সকল মা ও শিশু ফোরামের এবং সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র থেকে আয়রণ ও ফলিক এসিড সরবরাহ করা হয়।

'রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও গ্রামীণ ও কৃষি নির্ভর এবং এখানে ৮০ শতাংশ মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। এই পরিস্থিতির রূপান্তর নিশ্চিত করতে হলে যথাযথ অর্থায়নের পাশাপাশি প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ, বাজার সম্প্রসারণ ও সংযোগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি আবশ্যক। ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। এ খাতে বিকাশের লক্ষ্যে এবং প্রান্তিক পর্যায়ের উৎপাদক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য যথাযথ অর্থায়নসহ অন্যান্য উপাদান এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' প্রকল্পটি অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে। উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি সন্নিবেশিত ও আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্পটি নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যমানের কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণে দেশের ৪.৫ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'আরএমটিপি' প্রকল্পটি কাজ করবে। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ও ডানিডা এর যৌথ অর্থায়নে এবং 'পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)' এর কারিগরী ও সার্বিক সহযোগিতায় গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় 'রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' এর আওতায় 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে 'পদক্ষেপ'। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো "ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি টেকসইভাবে উন্নত করা"। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই থেকে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হলো।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের 'আরএমটিপি' প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ২৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে প্রকল্পের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস। পরিদর্শনকালীন সময়ে তার সঙ্গে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অর্থ ও হিসাব বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ সামসুজ্জামান, প্রকল্প সমন্বয়কারী ও সহকারী পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম, ফরিদপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মোঃ শফিকুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়া, গোপালগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মোঃ নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

তিনি প্রথমে প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে নিরাপদ মাছ ও চিংড়ি চাষ বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী প্লট, 'রেডি টু কুক' এন্টারপ্রাইজ, নিবিড় বায়োফ্লক পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস্য চাষ, কালো সৈনিক পোকা উৎপাদন প্রদর্শনী প্লটসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরে তিনি প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কোটালীপাড়া উপজেলায় নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে নছীব এগ্রো এন্ড ফিশারিজের মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম আবিরের 'রেডি টু কুক' এন্টারপ্রাইজের এর শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে তিনি 'রেডি টু কুক' এন্টারপ্রাইজ এর মাছ সংগ্রহ, রিসিভিং, প্রসেসিং, কাটিং, গাটিং, ওয়াশিং, ওয়েগিং, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং প্রশংসা করেন। তিনি এন্টারপ্রাইজকে কীভাবে আরো নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত করা যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

এছাড়া তিনি প্রকল্পের উপকারভোগী ফরমান আলীর বাড়ির আঙিনায় নিবিড় বায়োফ্লক পদ্ধতিতে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রদর্শনী স্থাপন ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হন। তিনি প্রকল্পের আওতায় সংযোগকৃত সততা ফিড মিল এবং কালো সৈনিক পোকা উৎপাদন প্রদর্শনী প্লট ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন এবং কাজী এগ্রো মৎস্য হ্যাচারিতে পোনা/রেনু উৎপাদনের বিভিন্ন বিষয় সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রশংসা করেন।

কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি ফরিদপুর এরিয়া অফিসে ফরিদপুর জোনের আওতায় মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি বিষয়ে জোনের সকল এরিয়া ম্যানেজার ও গোপালগঞ্জ এরিয়ার সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, গোপালগঞ্জ সদর ব্রাঞ্চের সকল কমিউনিটি ম্যানেজারসহ প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন।

'আরএমটিপি' প্রকল্পের আওতায় 'Good Handling Practice' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। এ খাতে বিকাশের লক্ষ্যে এবং প্রান্তিক পর্যায়ের উৎপাদক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য যথাযথ অর্থায়নসহ অন্যান্য উপাদান এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'আরএমটিপি' প্রকল্পটি অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে। উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি সন্নিবেশিত করে এবং আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রকল্পটি নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যমানের কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণে দেশের ৪.৫ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'আরএমটিপি' প্রকল্পটি কাজ করবে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গুয়াধানায় 'আরএমটিপি' প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য বিপণন এবং পরিবহনে নিয়োজিত ২৫ জন কর্মীকে এবং ২৩ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার উলপুর মিনাপাড়ায় ২৫ জন মৎস্যচাষীকে Good Handling Practice বিষয়ে দিনব্যাপি দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা সায়েদুল ইসলাম ভুইয়া ও স্মার্ট ফিশ পয়েন্ট এর স্বত্বাধিকারী মোঃ আশিকুর রহমান খান এবং প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর মোঃ লেমন মিয়া। প্রশিক্ষণসমূহের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন টুঙ্গিপাড়া উপজেলার সহকারী ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর মোঃ শহিদুল ইসলাম ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার মোঃ তারেক ব্যাপারী।

লিড ফার্মারদের উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

'আরএমটিপি' প্রকল্পের আওতায় গত ১০ ও ১১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার, গোপালগঞ্জ এরিয়া অফিসে এবং ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে টুঙ্গিপাড়া উপজেলার, গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পের ৪০ জন লিড ফার্মারকে দুইদিন ব্যাপি 'উত্তম মৎস্য চাষ অনুশীলন' ও 'মৎস্য

চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার' বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ২০ জন লিড ফার্মারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণগুলো প্রদান করেন প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর মোঃ লেমন মিয়া, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা সায়েদুল ইসলাম ভুইয়া এবং টুঙ্গিপাড়া উপজেলার সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রবিউল ইসলাম। প্রশিক্ষণসমূহের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন টুঙ্গিপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার সহকারী ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর মোঃ শহিদুল ইসলাম ও মোঃ তারেক ব্যাপারী।

'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও উৎপাদনকারী সমিতির সদস্যদের 'ব্যবসা ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে 'আরএমটিপি' প্রকল্পের আওতায় টুঙ্গিপাড়া উপজেলার, ভেন্নাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য বিপণন এবং পরিবহনে নিয়োজিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও উৎপাদনকারী সমিতির ২৫ জন মৎস্যচাষীকে দিনব্যাপি 'ব্যবসা ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গিমাডাঙ্গা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষক মোঃ সাইদুর ইসলাম এবং প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর মোঃ লেমন মিয়া। প্রশিক্ষণটির সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন টুঙ্গিপাড়া উপজেলার সহকারী ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলিটেটর মোঃ শহিদুল ইসলাম।

'রঙিন (অ্যাকুরিয়াম) মাছ চাষে সফল উদ্যোক্তা সাইফুলের আত্মকথা'

ব্যবসা কিংবা অফিসের শোভা বাড়াতে দেশে অনেকেই অ্যাকুরিয়ামে মাছ চাষ করে থাকেন। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিদেশি প্রজাতির রঙ্গিন মাছের চাহিদা বাড়ছে। আর চাহিদা মেটাতে দেশেই এখন এসব মাছের উৎপাদন হচ্ছে। লাভজনক হওয়ায় অনেকে আবার এসব মাছ চাষ করে নিজেদের ভাগ্যের চাকা পরিবর্তন করেছেন। তাদের একজন গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার ভাট্রাইধোবা গ্রামের মোঃ সাইফুল ইসলাম, বয়স ৩৫ বছর। রঙিন মাছ চাষে একজন সফল তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সফল হওয়ার পিছনে তার রয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রম আর ধৈর্য্য। শুরুটা তার জন্য খুব একটা সহজ ছিল না। অনেকবার তিনি রঙিন মাছ উৎপাদনে ব্যর্থ হয়েছেন। এক পর্যায়ে তার সাথে পরিচয় হয় 'পদক্ষেপ' এর 'রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' প্রকল্পের কর্মকর্তাদের। তাদের অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনায় ২০ শতাংশ পুকুর লিজ নিয়ে পুকুরের মধ্যে নেটের খাঁচায় মাত্র ২০টি জাপান কার্প, ৩০টি অরাড়া গোল্ডফিশ নিয়ে শুরু করেন রঙিন মাছ চাষ। প্রথমে সাইফুল ইসলাম 'পিকেএসএফ' এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'আরএমটিপি' প্রকল্পের 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন' উপ-প্রকল্পের সদস্য হন। পরবর্তীতে তিনি প্রকল্পের আওতায় বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবে রঙিন (অ্যাকুরিয়াম) মাছ চাষের জন্য প্রকল্প থেকে ১০ হাজার টাকার অনুদান সহায়তা প্রাপ্ত হন।

একসময় রঙ্গিন মাছের ক্রেতা কম থাকলেও বর্তমানে এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফলে রঙ্গিন অ্যাকুরিয়াম মাছ চাষে ঝুঁকছেন চাষিরা। বর্তমানে তার খামারে রয়েছে ১৫০টি জাপানি কার্প (ব্রুড), ৯৫০টি কমেট এবং ৪টি ব্লাকমুর গোল্ডফিশ ও ১৬০টি অরেঞ্জা গোল্ড ফিশ, যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ২.২৫ লক্ষ টাকা। তিনি রঙিন (অ্যাকুরিয়াম) মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্রুড মাছ, নেট, ড্রাম ও খাদ্য ক্রয় বাবদ খরচ করেন ১.২৫ লক্ষ টাকা। এ যাবৎ তিনি ৪৫,৪০০/- টাকার রঙিন মাছ বিক্রয় করেছেন। প্রাথমিকভাবে উক্ত টাকার মাছ বিক্রয় করতে পেরে তিনি অনেক খুশি এবং এতে ভাল লাভের আশা করছেন। সাইফুল ইসলাম রঙিন মাছ চাষ আরও সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা ও পোনা উৎপাদনের জন্য একটি হ্যাচারি নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন। এলাকার মাছ চাষীদের মধ্যে তার এ ধরনের উদ্যোগ ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

‘পদক্ষেপ’ এর ‘RAISE’ প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের ৮৬.২% অনানুষ্ঠানিক খাতে এবং ৭৮% কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত যা টেকসই অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে (Labor Force Survey, 2016-2017)। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ (অতিমারি) ও বৈশ্বিক মন্দাবস্থার কারণে শহর ও উপ-শহরাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক খাতের ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ উন্নয়ন ও খাতভিত্তিক কারিগরি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বেকার তরুণদের কারিগরি ও ব্যবসা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন ও তরুণদেরকে প্রযুক্তি ফাঁদ (Technology Trap) ও স্বল্প মুজুরির (Low Wages) চক্র হতে বের করে আনা এবং মর্যদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে “রিকভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এম্প্লয়মেন্ট (রেইজ)” প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ‘পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)’ ও বিশ্বব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে ফেব্রুয়ারি ২০২২ সাল থেকে দেশের ৭০টি সংস্থা ৬৪টি জেলার ৩৩৩টি উপজেলার শহর ও উপ-শহর এলাকায় ৫ বছর মেয়াদি ‘রেইজ’ প্রকল্পটির আওতায় সারাদেশে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পভুক্ত সকল ছোট উদ্যোগ পরিচালনায় মর্যাদাপূর্ণ শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং পরিবেশ ও সামাজিক মানদণ্ড বজায় রাখার বিষয়ে জোর দেয়া হচ্ছে। ‘রেইজ’ প্রকল্পটি পদক্ষেপ দেশের ১০টি জেলার ২৫টি উপজেলার শহর ও উপ-শহর এলাকার বাস্তবায়ন করছে। ‘পিকেএসএফ’ এর সহযোগিতায় পরিচালিত ঋণ কার্যক্রমভুক্ত পরিবারের তরুণ সদস্য, তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তার পরিবার এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন- দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং

প্রতিবন্ধী তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ 'রেইজ' প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠি।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারণে অর্থায়ন ও নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) বা ওস্তাদ-শিষ্য পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান। প্রকল্পের চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবিশি কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হলো।

'পিকেএসএফ' কর্মকর্তাদের 'পদক্ষেপ' এর মুক্তাগাছা ও ভালুকা ব্রাঞ্চের 'রেইজ প্রকল্পের' চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ৬-৮ মে ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত 'রেইজ' প্রকল্পের 'পিকেএসএফ' এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব ফাইজুল তারিক চৌধুরী এবং একাউন্টস অফিসার সোমা সাহা 'পদক্ষেপ' এর প্রধান কার্যালয়, মুক্তাগাছা ব্রাঞ্চ ও ভালুকা ব্রাঞ্চের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। প্রথম দিন তারা সংস্থার প্রধান কার্যলয়ের 'রেইজ' প্রকল্পের উপর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় এবং কার্যক্রমের নথিপত্র পরিদর্শন করেন। পরে মুক্তাগাছা এবং ভালুকা ব্রাঞ্চের অধীনে 'অগ্রসর রেইজ ঋণ' এবং 'অগ্রসর রেইজ ইয়ুথ ঋণ' কার্যক্রমের নথিপত্র পরিদর্শন করেন। মুক্তাগাছা ব্রাঞ্চে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ ঋণ গ্রহণকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে সেলিনা আক্তার এর উদ্যোগ/ব্যবসা ক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। এছাড়া ভালুকা ব্রাঞ্চের ঋণ গ্রহণকারী তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে মোছাঃ বাসেনা এর ব্যবসা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও দিকনির্দেশনা প্রদান কররেন।

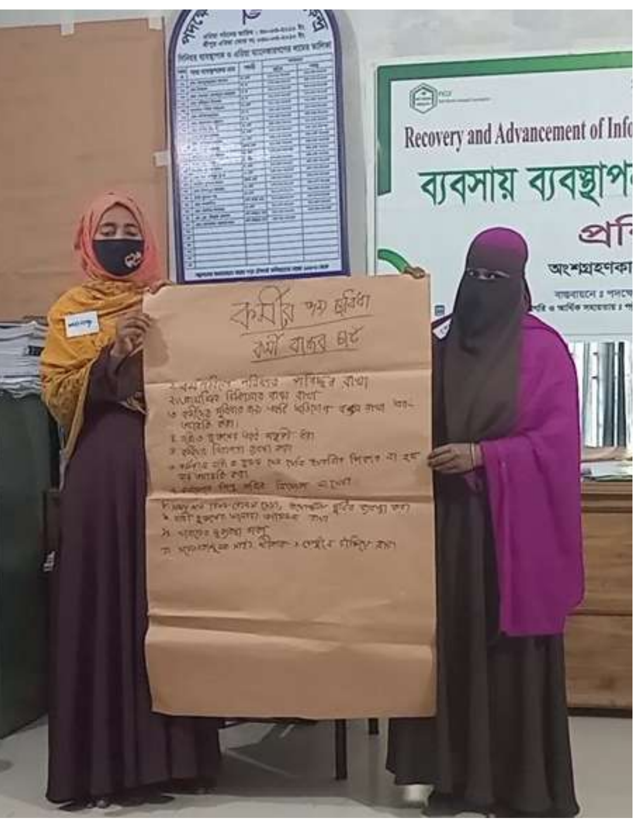

'রেইজ' প্রকল্পের 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

'রিকভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ)' প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি ২০২৪ এ আশুগঞ্জ ব্রাঞ্চে ১টি ব্যাচের ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার এবং এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ। প্রকল্পের উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল রাখার লক্ষ্যে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ উদ্যোগ/ব্যবসায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা ও ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য ৩ দিনব্যাপী "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক মোট ৮৫টি প্রশিক্ষণ গত ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের কর্ম এলাকার ১০টি জেলার ৮টি জোন, ১৫টি উপজেলার ১০টি এরিয়া ও ১৫টি ব্রাঞ্চে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, ব্যবসায়ে পরিকল্পনা; আর্থিক ব্যবস্থাপনা (আয়-ব্যয়ের হিসাব); ব্যবসায় ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা; ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক ব্যবসা পরিচালনা করা এবং ব্যবসাকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেয়া। 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' এবং বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত পদক্ষেপ দেশের ১৫টি জেলার ২২টি উপজেলায় শহর ও উপ-শহর এলাকায় মোট ২৫টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে 'রেইজ' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

‘রেইজ’ প্রকল্পের “ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন” বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মানব সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক ‘রেইজ’ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পভুক্ত সকল ছোট উদ্যোগ পরিচালনায় মর্যাদাপূর্ণ শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং পরিবেশ ও সামাজিক মানদণ্ড বজায় রাখার বিষয়ে জোর দেয়া হচ্ছে। ‘রেইজ’ প্রকল্পটি ‘পদক্ষেপ’ দেশের ১০টি জেলার ২৫টি উপজেলার শহর ও উপ-শহর এলাকায় বাস্তবায়ন করছে। ‘পিকেএসএফ’ এর সহযোগিতায় পরিচালিত ঋণ কার্যক্রমভুক্ত পরিবারের তরুণ সদস্য, তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তার পরিবার এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন-দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ ‘রেইজ’ প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী।

চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে প্রকল্পের ২ নং কম্পোনেন্টের “স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (অগ্রসর ‘রেইজ’ ঋণ) ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নসহ ও তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৬ দিন/৯৬ ঘন্টার (প্রতিদিন ৬ ঘন্টা) ‘ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন’ বিষয়ক ৮টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং জুন মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মিরপুর, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা, আশকোনা, কামরাঙ্গীরচর, কাপাশিয়া, শ্রীপুর, মৌচাক ও ভালুকা কর্মএলাকায় সংস্থার ৯টি ব্রাঞ্চে মোট

৯টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন (১৬দিন/৯৬ ঘন্টার/২ মাস) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি মোট ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরমধ্যে সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (মোট ২০ ঘন্টা/৪ দিন); "জীবন দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মাঠ পরিদর্শন (৪০ ঘন্টা/৬ দিন); ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা (১২ ঘন্টা/২ দিন); বিষয়ভিত্তিক /কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পরিদর্শন (২৪ ঘন্টা/৪ দিন) যাবত প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যে ৮টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

'কমিউনিটি আউটরিচ' কার্যক্রম

'কমিউনিটি আউটরিচ' কার্যক্রমটি প্রকল্পের কর্মএলাকায় টেলিফোনিক যোগাযোগ, লিফলেট, পোস্টার বিতরণ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রান্তিকে মোট ১৫টি কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম প্রকল্পের মিরপুর, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা, আশকোনা, কামরাঙ্গীরচর, কাপাশিয়া, শ্রীপুর, মৌচাক ও ভালুকা কর্মএলাকায় টেলিফোনিক যোগাযোগ, লিফলেট, পোস্টার বিতরণ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত "স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (অগ্রসর 'রেইজ' ঋণ) ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন ও তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয় যেমন- পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

'রেইজ' প্রকল্পের শিক্ষানবিশি কার্যক্রম

'রেইজ' প্রকল্পের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) প্রশিক্ষণ একটি চলমান কার্যক্রম। এর উদ্দেশ্য হলো, প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের মাস্টার ক্রাফট পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে সহায়তা; ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন করা। ঢাকার আদাবর, মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এই ৩টি কর্মএলাকায় উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের কর্ম-এলাকাসমূহে মোট ৫০ জন মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে ১০০ জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে বিভিন্ন ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ প্রান্তিকে মাস্টার ক্রাফট-পার্সনদের (এমসিপি)/গুরুদের জন্য গত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে মোট ৪৯ জন মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে ৯৮জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে বিভিন্ন ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া মে ২০২৪ মাসে ২ দিনব্যাপী ১টি ওরিয়েন্টেশন এবং ৬ মাসব্যাপী ৩য় ব্যাচের শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণগুলোতে শিক্ষানবিশি কার্যক্রম সম্পর্কে এবং মাস্টার ক্রাফট-পার্সন (এমসিপি)/গুরুদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি মে মাসে শুরু হওয়া ৫১ জন এমসিপি/গুরু এর অধীন ১০৩ জন শিষ্যের অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে শেষ হবে।

যেসকল ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম চলমান সেগুলো হলো- "ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, কনজুমার ইলেকট্রোনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স, হাউজকিপিং এন্ড ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিসিং, মোটর সাইকেল সার্ভিসিং এবং কার্পেনট্রি ইত্যাদি"।

অংশগ্রহণকারীরা উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সামগ্রিকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং তাদের কর্মপরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে।

“বড় ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্নে স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আত্মবিশ্বাসী কামরুন নাহার এর জীবন গাঁথা”

কামরুন নাহার (৩৪) ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার মল্লিকবাড়ী ইউনিয়নের মামারিশপুর গ্রামে ১৯৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী ও এক ছেলে সন্তানসহ মোট ৭ সদস্য নিয়ে তার পরিবার। মাস্টার্স শেষ করার পর কামরুন নাহার কিছুদিন চাকুরির চেষ্টা করেন, তবে তাঁর স্বপ্ন ছিল নিজে উদ্যোক্তা হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার। এই চিন্তা থেকে তিনি মুরগি পালনের জন্য পোল্ট্রি ফার্ম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্যবসা শুরুর পূর্বে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি বেশ কয়েকটি লেয়ার মুরগির ফার্ম পরিদর্শন করেন এবং ইন্টারনেটে থেকেও কিছু শেখার চেষ্টা করেন। এরপর পোল্ট্রি ফার্ম স্থাপনে নিজের জমানো অর্থ এবং বন্ধু-বান্ধব ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে মোট ১৫ লক্ষ টাকার মূলধন বিনিয়োগ করেন তিনি। ২০২২ সালে ভালুকার বিরুনিয়া ইউনিয়নের কুলাবো গ্রামে ১০ শতাংশ জমির উপর ১২০০টি মুরগি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি ফার্ম স্থাপন করেন তিনি।

তিনি নিজেই তাঁর ফার্ম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। কামরুন নাহারের স্বামী জাহাঙ্গীর আলম একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকুরি করেও ছুটির দিনে স্ত্রীর ফার্মের কাজে সাহায্য করেন। এলাকার পাইকারী ব্যবসায়ীরা কামরুন নাহার এঁর ফার্ম থেকে ডিম ক্রয় করে থাকেন। মুরগিদের ডিম পাড়া বন্ধ হলে সেই মুরগিগুলোকে তিনি পাইকারী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেন। প্রাথমিক অবস্থায় পোল্ট্রি ফার্ম থেকে তার মাসিক আয় আসতো গড়ে ৭০ হাজার টাকা। কিন্তু তার ব্যবসা যখন বেশ ভালো চলছিলো এমন একটি সময় করোনা মহামারী শুরু হলে দীর্ঘ সময় লকডাউনের জন্য ব্যবসার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। এমন সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনি অনেকটা হতাশ হয়ে পড়েন।

এমন পরিস্থিতিতে অক্টোবর ২০২১ সালে কামরুন নাহার ‘পদক্ষেপ’ এর ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেরে ভালুকা ব্রাঞ্চের চাঁদনী মহিলা সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ে ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পরে ব্যবসা বড় করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে আবারও তিনি ‘পদক্ষেপ’ এর সাথে যোগাযোগ করলে ‘পদক্ষেপ’ এর ‘রেইজ’ প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অগ্রসর- রেইজ-ইয়ুথ ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। বিষয়টি জানার পর সে তার পোল্ট্রি ফার্মের নতুন শেড তৈরির জন্য জানুয়ারি ২০২৪ মাসে অগ্রসর- রেইজ-ইয়ুথ ক্যাটাগরিতে ৩.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের অর্থ তিনি তাঁর ফার্মে বিনিয়োগ করেন। বর্তমানে তাঁর ফার্মে মুরগির সংখ্যা ৩২০০টি।

কামরুন নাহার গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০২৪ মাসে ‘পিকেএসএফ’ এবং ‘বিশ্বব্যাংক’ এর অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায় রেইজ প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের তরুণ উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সঠিক ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য “ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন” শীর্ষক ১৬ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণে তিনি সাধারণ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা এবং কারিগরি বিষয়সহ মোট ৪টি বিষয়ে ১৬ দিনের প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে সমাপ্ত করেন।

প্রশিক্ষণের পূর্বে ব্যবসা পরিচালনা করলেও তিনি জানতেন না কীভাবে পরিকল্পনা করে ব্যবসা পরিচালনা করলে ব্যবসায়ে সব ধরনের প্রতিকূলতা অতিক্রম করে একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সম্ভব। ‘রেইজ’ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কামরুন নাহার এখন অনেক আশাবাদী একজন মানুষ। প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পূর্বের তুলনায় আরো সফলভাবে তিনি তার ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন এবং তাঁর পক্ষে সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে একজন সফল উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী হওয়া সম্ভব হবে বলে জানান।

বর্তমানে ব্যবসা থেকে তাঁর মাসিক আয় ৭০ হাজার টাকা এবং বর্তমানে তাঁর ফার্ম থেকে ডিম উৎপাদন গড়ে প্রতিদিন ১১০০টি। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কারণে বর্তমানে তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে স্বচ্ছলতার সাথে দিন অতিবাহিত করতে পারছেন। স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আত্মবিশ্বাসী কামরুন নাহার এর স্বপ্ন একজন বড় ব্যবসায়ী হওয়ার। তাই ভবিষ্যতে ১০ হাজার মুরগি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেন তিনি। যেখানে তাঁর মতো স্বল্প-আয়ের পরিবারভূক্ত তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং এসব তরুণ তাঁর কাছ থেকে উদ্যোগ/ব্যবসা পরিচলনা করার বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির পর নিজেরা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন। সেইসাথে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন করে তাঁরা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পদক্ষেপ রেমিট্যান্স প্রোগ্রাম

বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে পাঠানো টাকা উত্তোলন
এখন হলো আরো সহজ

XPRESS MONEY GLOBAL MONEY TRANSFER
১৬ সংখ্যা

TRANSFAST Worldwide Money Transfer
১৩ সংখ্যা

Ria MONEY TRANSFER
১১ সংখ্যা

বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা এখন দ্রুত ও সহজে গ্রহণ করুন পদক্ষেপ এর নিকটস্থ ব্রাঞ্চ অফিসে

৮, ১১, ১৩ কিংবা ১৬ সংখ্যার গোপন নম্বরের মাধ্যমে রবি থেকে বৃহস্পতিবার সপ্তাহে ০৫ দিন বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা দেশজুড়ে পদক্ষেপ এর সকল ব্রাঞ্চ অফিসের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

এস টাওয়ার, ২৮/১, পশ্চিম তেজতুরি বাজার,
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

+৮৮০ ২ ৫৮১৫১১২৬
+৮৮০ ১৭৫৫৬৪৭৭৯১

pmukremittance@gmail.com
info@padakhep.org

www.padakhep.org

পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (পিআইডিএম)

"দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে অঙ্গীকারবদ্ধ"

পিআইডিএম এমন একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে রয়েছে

- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স রুম ও ট্রেনিং হল (৪টি)।
- ডরমিটরি ও আবাসন ব্যবস্থা
- ডাইনিং-এ খাবারের সুব্যবস্থা
- সার্বক্ষণিক জেনারেটরের ব্যবস্থা
- নামাজের জন্য পৃথক রুম
- নিজস্ব দক্ষ প্রশিক্ষক দল ও অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ উপকরণ বিনোদনের জন্য আধুনিক উপকরণ
- ই আইএসডি টেলিফোন, ইন্টারনেট ও ওয়াইফাই ব্যবহারের সুযোগ এবং সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য সি সি টিভি ক্যামেরা

যোগাযোগ

বাড়ি# ৬৭৯, রোড# ১২, বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি,
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

+৮৮ ০১৭৩০০২৬৩২২ , ০১৭৩০০২৪৫৫১
৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৯১২৮৮২৪

pidm@padakhep.org
kh.sarifahmed@yahoo.com

www.padakhep.org

পদক্ষেপ প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং

পদক্ষেপ প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং-এর যাবতীয় মুদ্রণ সামগ্রী

Diary, Calendar, Poster, Annual Report, Brochure, Folder, Greetings Card, Register, Money Receipt, Letter Head Pad, Visiting Card, Envelope, Books, Booklet, Office File, Medicine Carton ইত্যাদি।

আমাদের রয়েছে

- Heidelbarge Sordz Bi-color Machine
- Heidelbarge Kord Demy Single Color Machine
- Dye Cutting
- Cutting Machine
- Plate Exposer Machine
- Perforation Machine

বাড়ি নং: ৫৪/১, রোড নং: ০৩, জনতা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

+৮৮ ০১৭১৩-২৪৯৭২২, ০১৭১৩-২৪৯৬৭৮

printing@padakhep.org

www.padakhep.org

প্রমিস
ফার্মেসি অ্যান্ড ইজি শপ

সকল দেশীয় ঔষধের উপর
৭% ডিসকাউন্ট

বাড়ির পাশেই বিশ্বস্ততার নাম

আমাদের প্রমিস:

- সকল দেশীয় ঔষধের উপর বিশেষ মূল্য ছাড়।
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA) নির্দেশিকা মোতাবেক পরিচালিত।
- দক্ষ ফার্মাসিস্ট দ্বারা ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং প্রদান।
- শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত উৎস থেকে ঔষধ ও পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ।
- সঠিক তাপমাত্রা এবং মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঔষধ সংরক্ষণ।
- যথাযথ প্রক্রিয়ায় ঔষধ ও পণ্যসামগ্রী পরিবেশন।
- কম্পিউটারাইজড মানি রিসিটের মাধ্যমে ঔষধ বিক্রয়।
- মানি রিসিট দিয়ে ১০ দিনের মধ্যে ঔষধ পরিবর্তন।*
- ফ্রি হোম ডেলিভারি সুবিধা।*

*(শর্ত প্রযোজ্য)

+৮৮০ ১৩১৩৪২৬৯৯৫

promise@padakhep.org

বাড়ি# ৫৪৮, রোড# ১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭

'পদক্ষেপ' এর সামাজিক উদ্যোগের আওতায় পরিচালিত

পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

পদক্ষেপ বার্তা

PADAKHEP NEWSLETTER

▪ ২২ তম বর্ষ ▪ ৪৩ তম সংখ্যা ▪ জানুয়ারি - জুন ২০২৪

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

বীর মুক্তিযোদ্ধা এ.বি.এম. সিদ্দীক, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট

পৃষ্ঠপোষকতায়

নির্বাহী পর্ষদ সদস্যবৃন্দ

মজিবুল হক

এ এইচ এম সাদিকুল হক

প্রফেসর ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন

প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবর রহমান

আনোয়ারা শরমিন

নাহিদ আক্তার

উপদেষ্টা সম্পাদক

মোঃ সালেহ বিন সামস

সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে

ড. মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক

সংকলন ও সম্পাদনায়

শেখ জাহিদ

রাজিব আহমেদ

শেখ সাকিব আহসান

প্রকাশনায়

রিসার্চ, কমিউনিকেশন ও পাবলিকেশন ডিভিশন

পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র-এর সকল কর্মীবৃন্দ

ডিজাইন

অরণী অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড

মুদ্রণ

পদক্ষেপ প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং

এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য খবর

- "টেকসই পদক্ষেপ: অভিজ্ঞতার দর্শনে, তারুণ্যের উদ্যমে একসাথে" শীর্ষক দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রাটেজিক প্ল্যানের উদ্বোধনী কর্মশালা
- 'প্যালেডিয়াম-নিরাপদ স্ট্রিট ফুড মার্কেট' এর শুভ উদ্বোধন
- পদক্ষেপ এর "ষান্মাসিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনে 'পদক্ষেপ'
- রকমারি পিঠার স্বাদে ও গানে গানে 'পদক্ষেপ' এর বসন্তবরণ
- 'পদক্ষেপ' এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা
- 'পদক্ষেপ' এর সম্মানিত নির্বাহী পর্ষদ সদস্যের ময়মনসিংহ জোনের "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কার্যক্রম পরিদর্শন
- 'পিকেএসএফ' প্রতিনিধির 'পদক্ষেপ' এর "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন
- 'পদক্ষেপ' এর "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পের বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম
- 'আইসিবিবিসি' প্রকল্পের কার্যক্রম
- সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে 'সমৃদ্ধি মেলা' অনুষ্ঠিত
- 'সমৃদ্ধি কর্মসূচির' উদ্যোগে স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে দুস্থদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান
- সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদযাপন উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা
- 'আইসিভিজিডি' প্রকল্পে সমন্বিত মানব ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক ও এলাকা চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- দুঃস্থ ও অসহায় শীতাত মানুষের মাঝে 'পদক্ষেপ' এর কম্বল বিতরণ
- 'আইপিসিপি' প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ
- জলবায়ু সহনশীল হাওর প্রকল্পের কমিউনিটি গ্রুপের সভা
- কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক খসড়া প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ) এর চূড়ান্তকরণ কর্মশালা
- 'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)' প্রকল্পের কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- 'ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
- 'জিআইজেড' ও 'পিকেএসএফ' প্রতিনিধির প্রকল্পের জামালগঞ্জ লম্ববাঁক হাটির কার্যক্রম পরিদর্শন ও উঠান বৈঠক
- পার্বত্য মেলায় 'পদক্ষেপ' এর অংশগ্রহণ
- ফেনীতে 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন' প্রোগ্রামে মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত
- 'পদক্ষেপ' 'লিপ' প্রোগ্রামে নতুন পণ্য সংযোজন ও বিক্রয় কার্যক্রম
- ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট হাওর প্রকল্পের CEGIS এর প্রতিনিধি দলের জামালগঞ্জ লম্বাবাঁক হাটির কার্যক্রম পরিদর্শন
- দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
- 'রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম
- 'পদক্ষেপ' এর 'RAISE' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম
- "বড় ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্নে স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আত্মবিশ্বাসী কামরুন নাহার এর জীবন গাঁথা"

লেখা আহবান

'পদক্ষেপ বার্তায়' প্রকাশের জন্য পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে কর্মরত যে কেউ সংস্থা সংশ্লিষ্ট সংবাদ, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধির কথা বা শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা পাঠাতে পারেন। মনোনীত লেখাগুলো 'পদক্ষেপ বার্তায়' ছাপা হবে।

Working Areas of Padakhep

Zonal Office : ★ 19

Area Office : ○ 80

Branch & Project Office : 🏛 750+

- Northern Region
- Central North Region
- North Eastern Region
- Central East Region
- Central Region
- Western Region
- Southern Region
- Eastern Region

পদক্ষেপ

এস টাওয়ার, ২৮/১, পশ্চিম তেজতুরি বাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

+৮৮০ ২ ৫৮১৫১১২৬
+৮৮০ ১৭৭৭৭৯১১২২

pmuk@padakhep.org
info@padakhep.org

www.padakhep.org